NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ এক অনন্য পুলিশকর্তা তুষার তালুকদার

মাদ্রাসা পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বৈঠক ৬

কলকাতা ১০ জানুয়ারি ২০২৪ ২৪ পৌষ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.1.2024, Vol.17, Issue No. 209, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

‘বিলকিস মামলায় তৃণমূলের জয়’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিলকিস বানো ধর্ষণকাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মহুয়া মৈত্রর নাম করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহুয়ার ভূয়সী প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার জয়নগরের প্রশাসনিক সভা থেকে বিলকিস বানো মামলার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। মমতা দাবি করেছেন, বিলকিসের ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়ার পর মামলা করেন মহুয়াই। সেই মামলায় জয় মিলেছে, যা কার্যত তৃণমূলের জয় বলেই মানছেন সুপ্রিমো। মমতা বলেন, ‘বিলকিস বানো মামলায় ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দলের মহুয়া মৈত্র যিনি সাংসদ ছিলেন, ওকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে উনি মামলা করেছিলেন। সেই মামলার একটি পক্ষ ছিলেন মহুয়া। এটা কিন্তু তৃণমূলেরই জয়।’ এ দিন, অপরাধ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, কেউ কেউ তাঁকে নাকি বলেছেন গুন্ডাদের নেত্রী তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন তিনি কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। বলেছেন, ‘আমরা ধর্ষকদের প্রশ্রয় দিই না। মানুষকে বিচার দিই আমরা।’

সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে জবাব তলব শাহের মন্ত্রকের

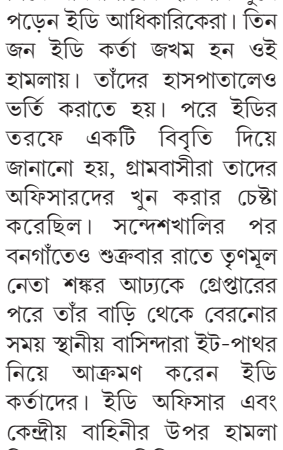

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে এ বার রাজ্য সরকারের রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্ত্রকের সূত্র উদ্ধৃত করে মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। গত শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) সন্দেশখালির সরবেড়িয়া গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকেরা। তিন জন ইডি কর্তা জখম হন ওই হামলায়। তাঁদের হাসপাতালেও ভর্তি করাতে হয়। পরে ইডির তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, গ্রামবাসীরা তাদের অফিসারদের খুন করার চেষ্টা করেছিল। সন্দেশখালির পর বনগাঁতেও শুক্রবার রাতে তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেপ্তারের পরে তাঁর বাড়ি থেকে বেরনোর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ইট-পাথর নিয়ে আক্রমণ করেন ইডি কর্তাদের। ইডি অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলা নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে রাজ্য বিজেপির তরফে হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। এবার রিপোর্ট তলব করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

জয়নগর থেকে রামমন্দির নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামমন্দিরের উদ্বোধনকে বিজেপির লোকসভা ভোটের গিমিক বলে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জয়নগর-১ ব্লকের বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে সরকারি প্রকল্প উদ্বোধনের কর্মসূচিতে এমনটাই বলেন তিনি। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উদ্বোধনকে সামনে রেখেই আগামী লোকসভা ভোটে ঝাঁপাবে বিজেপি, এমনটাই ধারণা ভোট কুশলীদের একাংশের। তাই আগে থেকেই বিজেপির হিন্দুত্বের ভোটব্যাংকে শান দেওয়ার রাজনীতিকে কাঠগড়ায় তুলে দিলেন তিনি। পাশাপাশি, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকারকে এজেন্সির সরকার বলেও খোঁচা দিলেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কালকে আমায় জিজ্ঞাসা করছিল রামমন্দির নিয়ে আপনার কী বক্তব্য? আমার যেন আর কোনও কাজ নেই। এই একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি, যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে। সবাইকে নিয়ে কথা বলে। একতার কথা বলে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা করছেন করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন। ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে। আমার কোনও আপত্তি নেই তো! কিন্তু তা বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা, এটা কারও কাজ নয়।’

বিজেপির বিরুদ্ধে বিভেদের রাজনীতির ও ইডি-সিবিআইয়ের ব্যবহারের অভিযোগ এনে মমতা বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস যত দিন থাকবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যত দিন থাকবে, আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি কোনও দিনও হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না।’ তিনি আরও বলেন, ‘এনআরসির সময় দেখেছেন কী আন্দোলন করেছিলাম। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিএএ-এর সময় কী আন্দোলন করেছিলাম, দেখেছেন। এখন অনেক অত্যাচার আমাদের লোকেদের ওপর হচ্ছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া চলছে যেন একটা এজেন্সির সরকার। ইঁদুর-চামচিকিরা যে ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার অর্জিত পয়সা লুট করে নিয়ে যাবে। সিজার লিস্টও পাবেন না। মুখ্যসচিবকে জানতে চাইব, বগটুইতে যে জিনিসপত্র নিয়েছিল সিবিআই, সেগুলি কি ফেরত পাওয়া গিয়েছে?’

বিজেপির পাশাপাশি মমতার আক্রমণের মুখে পড়েন বাংলার বিগত শাসকদলও। মমতা বলেন, ‘৩৪ বছরে সিপিএম মানুষের মুন্ডু নিয়ে খেলেছে। ওদের সঙ্গে আপস করব না। আজ টিভির পর্দায় বসে বড় বড় কথা বলে। কী করছিল ৩৪ বছরে? নাপিত-ধোপা-স্কুল-কলেজ বয়কট, কৃষিজমি দখল করেছে। এখন মানুষ কত ভাতা পাচ্ছে। আজই ২০ হাজার মানুষ সরকারি পরিষেবা পেলেন।’

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গত কয়েক মাসে বেশ কিছু খুনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার উল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘ভাঙড়, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ আমার পরিচিত। এই জায়গাগুলোতে কিছু ভাড়াটিয়া গুন্ডা দিয়ে কয়েক দিন আগে কিছু মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে। আগে ভাড়াটিয়া খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। প্রশাসনকে বলব কড়া হতে। এত টাকা পায় কোথা থেকে ? মানুষ খেতে না পেলে পাঁচ টাকা দেয় না। আর মানুষ মারতে ১৩ লক্ষ, ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে অন্য জায়গা থেকে গুন্ডা আমদানি করবে এটা হবে না। খুনখারাপি করবে, এটা হবে না। বাংলা শান্তির জায়গা।’

লোকসভার আগে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৩ বছরে রাজ্যের রাস্তার হাল হকিকত বদলে গিয়েছে। তবু কিছু-কিছু অভিযোগ থেকেই গিয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে সেই সামান্য অভাব-অভিযোগ মিটিয়ে দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। আরও ৪ হাজার কোটি টাকার গ্রামীণ রাস্তা তৈরির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে পথশ্রী প্রকল্পে ১১ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে রাজ্য। জয়নগরের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, ২০২৪-এর রাজ্যে তৈরি হবে ১২ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা। আর এই রাস্তা তৈরি করতে কাজ পাবেন অন্তত সাড়ে ৮ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডার। তৈরি হবে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ কর্মদিবস। একই সঙ্গে এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করলেন মমতা। লোকসভা ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য কার্যত কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী। জেলার জন্য মঙ্গলবার বেশকিছু প্রকল্প উদ্বোধনও করেন। মোয়াপ্রেমীদের জন্য সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আড়াই কোটি টাকা খরচে জয়নগরে তৈরি হচ্ছে মোয়া হাব। ইতিমধ্যে সেই মোয়া জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এবার সেই মোয়ার জন্য হাব তৈরি হচ্ছে। মিলবে কর্মসংস্থানও। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এসেছে সুন্দরবনের মধুর জিআই ট্যাগের কথাও। মোয়া ও মধুর এই জিআই ট্যাগ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুকুটে নতুন দুই স্বর্ণপালক বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। জিআই ট্যাগই দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই দুই পণ্যই বিশ্বখ্যাত করেছে।

জয়নগরের মোয়া খান না মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাদ্যরসিক হলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াদাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনিতেই তিনি স্বল্পাহারী, কিন্তু এখনও নানা ধরনের খাবার নিয়ে তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট। এই যেমন জয়নগর মোয়া নিয়েও নিজের কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজে কেন খান না, তাও ব্যাখ্যা করে জানালেন। জয়নগরের বহুড়া হাইস্কুলের মাঠে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই উঠে এল জয়নগরের মোয়ার প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘আপনাদের এখানকার বিধায়ক আমাকে অনেক জয়নগরের মোয়া পাঠান। কিন্তু আমি খাই না। খেলে তো মোটা হয়ে যাব। তাই আমি সেই মোয়া সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিই।’ মোয়া নির্মাণকারীদের সুখ্যাতি করে তিনি বলেন, ‘জয়নগরের মোয়া যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের বলি, জয় হে জয় হে।’

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে নক্ষত্রপতন

প্রয়াত উস্তাদ রাশিদ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নক্ষত্রপতন। প্রয়াত শিল্পী উস্তাদ রাশিদ খান। বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এদিন সকালে শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। দুপুরে গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে শিল্পীকে দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের কছে রাশিদ খানের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এত অল্প বয়সে রাশিদ খানের মত শিল্পীর প্রয়াণ অপূরণীয় ক্ষতি। বুধবার তাঁর মরদেহ রবীন্দ্র সদনে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য রাখা হবে। সেখানে তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্তিম শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। এদিন মমতার সঙ্গে ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী তথা সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাজ্যপালেরও।

গত নভেম্বর মাস থেকে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। আগেই প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়েছিল। চিকিৎসকদের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু ভোরে সঙ্গীতশিল্পীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তড়িঘড়ি ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিন দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিট নাগাদ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রাশিদ খান। রামপুর-সাহাস্বান ঘরানার এই শিল্পী ছিলেন কিংবদন্তী গায়ক এনায়েত হুসেন খানের বংশধর। ৫৬ বছর বয়সী এই সঙ্গীত শিল্পী পদ্মশ্রী,পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। ২০০৬ সালে তাঁকে দেওয়া হয় সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার। আজ সকাল ৯-টা থেকে রবীন্দ্র সদনে তাঁর নশ্বর দেহ রাখা থাকবে। সেখানে গুণগ্রাহীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন। দুপুর ১-টায় গান স্যালুট দেওয়ার পর টালিগঞ্জে কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হবে। রশিদ খানের আদিবাড়ি উত্তর প্রদেশের বদাউনে। তবে, কলকাতাকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন।

রাশিদ খানের পরিবারের অভিভাবক হয়ে থাকব: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ রাশিদ খানের প্রয়াণের খবর পেয়েই জয়নগর থেকে ফেরার অব্যবহিত পরে নবান্ন হয়ে হাসপাতালে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পীকে কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। উস্তাদের সঙ্গে বহুবার দীর্ঘ আলাপচারিতাও করেছেন। তাই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে বার বার নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন, ‘রাশিদ আমার ভাইয়ের মতো। ওর চলে যাওয়াটা এক অপূরণীয় ক্ষতি। রাশিদ আলি খান বিশ্ববিখ্যাত নাম। নতুন করে তাঁর পরিচয় দিতে হবে না। শিল্পী হিসেবে তিনি সঙ্গীত সম্রাট। উত্তরপ্রদেশ তাঁর জন্মভিটে হলেও, বাংলাকে ভালোবেসে বাংলায় থেকে গিয়েছেন। গোটা বিশ্বে তিনি সঙ্গীত প্রচার করেছেন। তিনি নিজে আমাদের বঙ্গভূষণ, পদ্মবিভূষণও পেয়েছেন। রাশিদ খানের ছেলেও খুব ভালো গান গায়। ছেলেকে খুব ভালো করে তৈরিও করেছেন। মেয়েরাও খুব ভালো। খুব অল্প বয়সে চলে গেল। এটা আমাদের কাছে খুব দুঃখের।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম। রাশিদ খান সুস্থ হয়ে উঠুক। আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আমাকে বলত, আমি ওর মায়ের মতো। রাশিদের পরিবারের সঙ্গে খুবই মধুর সম্পর্ক। রাশিদের পরিবারের অভিভাবক হয়ে থাকবো। বাংলার মানুষ অভিভাবক হয়ে থাকবে।’

কেন্দ্রীয় এজেন্সির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ইডি অধিকর্তার

দেখা করলেন রাজ্যপালের সঙ্গেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতির তদন্তে অভিযান চালাতে গিয়ে সন্দেশখালিতে আক্রান্ত হতে হয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের। শুধু শাহজাহান শেখের সন্দেশখালিতেই শেষ নয়, ওই রাতে বনগাঁতেও একই পরিস্থিতি হয়েছিল। রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে বনগাঁর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেপ্তারের সময়ও স্থানীয়দের হামলার শিকার হতে হয় ইডি আধিকারিকদের। এরপরই সার্বিক পরিস্থিতি দেখতে সোমবারই কলকাতায় এসে পৌঁছন ইডির ডিরেক্টর রাহুল নবীন। এরপর সল্টলেকে ইডির পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরে মঙ্গলবার এজেন্সির দুটি জোনের অফিসারদের নিয়ে বৈঠকেও বসেন তিনি। ইডি সূত্রে খবর, সন্দেশখালির ঘটনার পর অফিসারদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সে কারণেই এই বৈঠক। এরই পাশাপাশি, এ পর্যন্ত নিয়োগ দুর্নীতি ও রেশন কাণ্ডে বিভিন্ন তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, আর কাকে কাকে জেরা করা জরুরি, এসবই নিয়েই আলোচনায় উঠে এসেছে। এদিনের এই বৈঠকে ছিলেন ইডির স্পেশ্যাল ডাইরেক্টর সুভাষ আগারওয়াল, অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর বিনোদ শর্মা, রেশন দুর্নীতির তদন্তকারী আধিকারিকেরা, সিআরপিএফের আইজি বীরেন্দ্র কুমার শর্মা, আয়কর বিভাগের প্রিন্সিপাল ডাইরেক্টর পঙ্কজ কুমার। এর পরেই বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ তিনি রাজভবনে যান। আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেন নবীন।

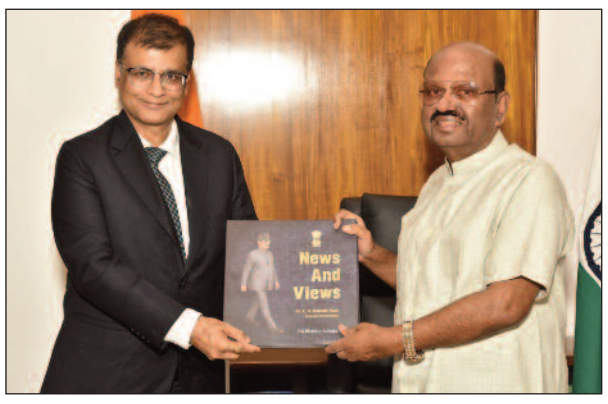

সম্পর্কের টানাপোড়েনে ৪ বছরের ছেলেকে হত্যা স্টার্টআপের কর্ণধারের

বেঙ্গালুরু, ৯ জানুয়ারি: নিজের চার বছরের ছেলেকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত মা। ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ায়। পুলিশের অনুমান, ছেলেকে গোয়ায় খুন করে ৩৯ বছরের মা সুচনা শেঠ ট্যাক্সিতে বেঙ্গালুরু ফিরছিলেন। তার মধ্যেই জানাজানি হয়ে যায় ঘটনার কথা। পুলিশ মহিলার ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তিনিই কর্নাটকের চিত্রদুর্গ জেলার একটি থানায় নিয়ে যান ট্যাক্সি। মহিলা টের পাননি। পুলিশের তল্লাশিতে তাঁর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ছেলের দেহ। গ্রেপ্তার হন মা।

সোমবার সকালে উত্তর গোয়ার ক্যান্ডোলিমের একটি হোটেলের অন্তর্গত সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চেকআউট করেন ৩৯ বছরের সুচনা। তিনি বেঙ্গালুরুর একটি স্টার্টআপের কর্ণধার তথা সিইও। হোটেল থেকেই ঠিক করে দেওয়া স্থানীয় একটি ট্যাক্সি চড়ে তিনি বেঙ্গালুরু রওনা দেন। হোটেলের কর্মীরা পরে যখন তাঁর ফ্ল্যাটটি পরিষ্কার করতে যান, তাঁরা দেখতে পান ফ্ল্যাটের মেঝেতে ইতস্তত রক্তের দাগ। তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় হোটেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। চলে আসে পুলিশ।

হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে গোটা ঘটনা জানান। তাঁরা আরও জানান যে, মহিলা সকালেই বেঙ্গালুরু ফেরার কথা জানান হোটেলকে। হোটেল থেকে তাঁকে বিমানের টিকিট করে দেওয়ার কথা জানানো হয়, কিন্তু হোটেলের ম্যানেজারের দাবি, সুচনা ট্যাক্সি করেই বেঙ্গালুরু ফিরতে যেন বদ্ধপরিকর ছিলেন। অগত্যা তাঁকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে দেওয়া হয়। ব্যাগপত্র নিয়ে তাতে চড়ে বসেন সুচনা। গাড়ি ছোটে বেঙ্গালুরুর দিকে।

অন্য দিকে, ফ্ল্যাটে রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সুচনা যখন হোটেল ছাড়ছিলেন তখন সঙ্গে নেই তাঁর চার বছরের ছেলে। পুলিশ সোজা সুচনাকে ফোন করে। জানতে চায়, ছেলে কোথায়? সুচনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে জানান, ফতোরদায় তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে ছেলেকে রেখে তিনি জরুরি কাজে বেঙ্গালুরু ফিরছেন। বন্ধুর নাম, ঠিকানাও পুলিশকে দেন সুচনা। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা যায়, পুরোটাই ভুয়ো। ওখানে ওই নামে কেউ থাকেনই না।

এর পর পুলিশ যোগাযোগ করে সুচনার ট্যাক্সির চালকের সঙ্গে। তাঁকে গোটা ঘটনা পুলিশ জানায়। স্থানীয় কোঙ্কনি ভাষায় চালক পুলিশকে জানান, তিনি কর্নাটকের চিত্রদুর্গ জেলায় প্রবেশ করেছেন। নিকটবর্তী থানায় যেন গোয়া পুলিশ কথা বলে রাখে, তিনি সুচনাকে নিয়ে সেখানেই পৌঁছচ্ছেন। সেই মতো সুচনাকে টের পেতে না দিয়ে চালক সোজা আইমঙ্গলা থানায় গাড়ি নিয়ে চলে যান। সেখানে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। সুচনাকে জিজ্ঞাসাবাদেও যখন কিছুই বেরোয় না, তখন তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করা হয়।

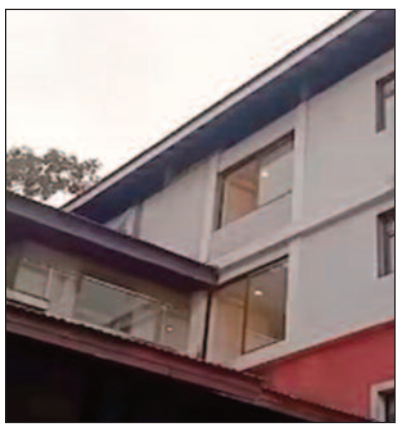

ব্যাগ খুলতেই দেখা যায়, লুকোনো রয়েছে তাঁর চার বছরের ছেলের রক্তাক্ত দেহ।

কেন নিজের চার বছরের সন্তানকে খুন করলেন সুচনা শেঠ? এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ।২০১৯ সালে সুচনা-বেঙ্কটের এক পুত্রসন্তান হয়। সন্তান জন্মানোর এক বছরের মধ্যেই ২০২০ সালে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপড়েন শুরু হয়। সম্পর্কের ফাটল তার পর থেকে ক্রমশ চওড়া হয়েছে। শেষমেশ, স্বামী-স্ত্রীর এই অশান্তি পৌঁছয় আদালতের দোরগোড়ায়। পুলিশের এক সূত্রের দাবি, ছেলেকে নিয়েই দু'জনের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। পুত্রকে দেখা করতে দিলেই যদি স্বামীর তার হেপাজতের দাবি করেন, এই ভয় তাঁকে ক্রমশ ঘিরে ধরেছিল। সন্তানকে বাবার থেকে দূরে রাখতেই সুচনা তাই তাকে খুন করার পরিকল্পনা করেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

লালু, রাবড়ি, মিসার বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির

পাটনা, ৯ জানুয়ারি: ভারতীয় রেলে ‘জমির বিনিময়ে চাকরি’ মামলায় আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং সাংসদ-কন্যা মিসা ভারতীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। লালু-রাবড়ির আর এক কন্যা হেমা যাদব, লালু পরিবারের ঘনিষ্ঠ অমিত কাত্যাল, রেলওয়ে কর্মচারী এবং কথিত সুবিধাভোগী হৃদয়ানন্দ চৌধুরী, দু'টি সংস্থা ‘একে ইনফোসিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড’ এবং ‘এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড’ এবং সংস্থা দু'টির ডিরেক্টর শরিকুল বারীর নামও দিল্লির বিশেষ আদালতে জমা দেওয়া ইডির চার্জশিটে রয়েছে। এই মামলায় লালু এবং তাঁর পুত্র তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধেও তদন্ত চালাচ্ছে ইডি। প্রসঙ্গত, লালু প্রথম ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন (২০০৪-০৯) বিহারের বহু যুবককে জমি এবং টাকার বিনিময়ে রেলের গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল লালুর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং তাঁদের দুই কন্যা মিসা এবং হেমার বিরুদ্ধে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Roy, S. Kr. Roy ও Roy Swapan S/o. Kanailal Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

৭/১১/২৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Kuheli Ganguly ও Kuheli Ganguli এবং আমার পুত্র Sourav Ganguly S/o. Sandip Ganguly ও Sourav Ganguly S/o. Sandip Ganguli একই ব্যক্তি পুত্রের জন্ম তাং ২৮/৯/২০০৬

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৩ নং এফিডেভিট বলে Prabir Kumar Das S/o. Prahalad Chandra Das ও Prabir Kr. Das S/o. P. Das সাং বান্দাপাড়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি গাজল সেখ ২/১/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে গাজল সেখ ও বাবর সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম গাজল সেখ

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২২৫ নং এফিডেভিট বলে Ujjal Ray S/o. Tapan Ray ও Ujjwal Ray S/o. Lt. T. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Shyamnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.-Shyamnagar, Nadia. **NIET No. 12E (1st Call)/2023-24, Last date of submission 24.01.2024 upto 10a.m.** For details please contact the Office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Shyamnagar Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বিজয় আশয় সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড, তাহার দুইটি অরিজিন্যাল মাদার দলিল যাহাদের নং ৬৫৫৬/২০১৩ এবং ৫২৭৫/২০১০, হারিয়ে ফেলেছে। যাহার কারনে আমার মক্কেল মুচিপাড়া থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি. নং ৬২২ তারিখে ০৯/০১/২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত দলিলের সহিত সম্পর্কিত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করিতে চলেছেন।
এমতাবস্তায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোন প্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই জানুয়ারি। ২৪শে পৌষ, বুধবার। চতুর্দশী শেষে অমাবস্যা তিথি। জন্মে ধনু রাশি অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা। বিংশোত্তোরী কেতুর র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল- ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধি ।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধরে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ- বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি।

তুলা রাশি : কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে ।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ ।আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিন্যপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ।

(আজ শিশির কুমার ঘোষে র তিরোধান দিবস। অমাবস্যা র নিশিপালন)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

-: বিজ্ঞপ্তি :-

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
দেওয়ানী কেস নং- ১৬৬/২০১৯

বাদী :- স্বপন কুমার পাল, পিতা- মৃত নীলকৃষ্ণ পাল, সাং- ৩২, বোসেস রোড, পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া।

-: বনাম :-

বিবাদী : সবিতা কুন্ডু দীং

প্রতি :- ১) বিমলা কুন্ডু, স্বামী- নন্দলাল কুন্ডু,
২) বাপী কুন্ডু, পিতা- মৃত মধুসূদন কুন্ডু
৩) রাধেশ্যাম কুন্ডু, পিতা- মৃত গোপাল কুন্ডু,
৪) নন্দলাল কুণ্ডু, পিতা- গোপাল কুন্ডু,
৫) শ্যামলাবালা পাল, স্বামী- মৃত গোবিন্দ চন্দ্র পাল, পিতা- গোপাল কুন্ডু, সর্বসাং- বোসেস রোড, পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া,

এতদ্বারা আপনাদের জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বাদী মাননীয় আদালতে আপনাদের বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। আপনারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনারা হাজির হইয়া আদালতে আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

তপশীল

জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, হোল্ডিং- ৩২, বোসেস রোড, ওয়ার্ড নং ১৮, নবদ্বীপ পৌরসভার যাহার

মৌজা	খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমান
২০ নবদ্বীপ	২৮০৪৩	৯১৯৪, ৯১৯৫	ভিটি	৬ শতক

চৌহদ্দী :- উত্তরে - বোসেস রোড, দক্ষিণে-কুঞ্জ বিহারী কুন্ডুর ওয়ারিশগন, পূর্বে - কমন প্যাসেজ ও পশ্চিমে নিরোদ দেবনাথের জমি।

আদালতের আদেশানুসারে
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Jr. Divn.) Court
Nabadwip, Nadia, 06.01.23

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Midnapore, District- Paschim Medinipur.
Ref: Succession Certificate Case No-30/2022

Shibram Samanta
S/O- Lt. Subodh Kumar Samanta Vill.+P.O.-Upalda, P.S.-Pingla, Dist.-Paschim Medinipur, Pin-721152
=VS=
... Applicant.
L.I.C.I. having its office, at Tamlik Branch Saradamoyee Building, Padumbasan, P.O.+ P.S.-Tamluk, Dist.-Purba Medinipur, Pin-721636.
....Opp. Party.

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত নং মোকর্দ্দমায় বাদী District Delegate, Midnapore কোর্টে Succession Certificate পাওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত নং- Succession কেসে বাদীর Certificate পাওয়ার জন্য যদি কেহ বা কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে উনি নিজ মারফত বা ওনার নিযুক্ত উকিলবাবু মারফত ১৭.০২.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.০০ টার মধ্যে কোর্টে হাজির হইবেন। অন্যাথায় বাদীর পক্ষে রায় দান হইবে।

তপশীল

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, এল আইনি নালিশী নং- 437109070, dt. 26.11.2005, Sum assured Rs. 40,000/- with upto the dated of interest and bonus policy matured dt. 26.11.2024 নালিশীর ধরন-বীমা গোল্ড।

ধন্যবাদান্তে
তাপস রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর।
০৩/০১/২০২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

হাওড়া পাইকারি সব্জি বাজারে লিক হওয়া গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মঙ্গলবার হাওড়ার পাইকারি সবজি বাজারে একটি বরফ তৈরির কারখানা থেকে গ্যাস লিক করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকাতে। লিক হওয়া গ্যাসের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ ও দমকল বিভাগের কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে প্রথমে একটা আওয়াজ হয়। তারপরই চারিদিকে গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তারপর বাজারে উপস্থিত অন্য লোকেরা ওই স্থান থেকে চলে যায়। যদিও ওই বরফ তৈরির কারখানার মালিক পাপ্পু সিং জানান, 'তেমন কিছু হয়নি। পাইপলাইনে মেরামতির সময় সেখান থেকে গ্যাস লিক করে। আমার কাছে এই বরফ তৈরি কারখানার সমস্ত বৈধ লাইসেন্স আছে।' হাওড়া ফায়ার স্টেশন থেকে দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। হাওড়া ফায়ার স্টেশনের আধিকারিক সুমন্ত ঘোষ জানান, 'বরফ তৈরির কারখানায় পাইপলাইনে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক হয়ে গিয়েছিল। এটা একটা সামান্য দুর্ঘটনা। আমরা খবর পেয়ে এসে পরিস্থিতি মোকাবিলা করি। এই কারখানার সমস্ত রকম বিধিনিষেধ অবলম্বন করা আছে কিনা তা খতিয়ে অবশ্যই দেখা হবে।' যদিও বাজার এলাকার মত এমন গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় কিভাবে এই কাজ হচ্ছে তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। আগামী দিনে এর থেকে বড় কোনও দুর্ঘটনা হওয়ার আশঙ্কাও করছেন বাজারের ক্রেতা, বিক্রেতারা। যদিও সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই প্রশাসন ও দমকল সূত্রের খবর।

একমাত্র শিক্ষিকার অবসরে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পঠনপাঠন স্থগিত!

বনস্পতি দে

হরিপাল: স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষিকা। তিনিও অবসর নিয়েছেন। আর তারপর থেকেই স্কুলের দরজায় তালা ও পড়াশোনা বন্ধ হয়েছে পড়ুয়ারা আসছে না বলে দাবি। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ না হলে স্কুল পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন অভিভাবকরা। হুগলির হরিপালের কৃষ্ণপুর বেলেরপাড় শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পঠনপাঠনই এখন স্থগিত বলে দাবি। দ্রুত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের দাবিতে গ্রামের বাসিন্দারা সরব হলেও, প্রশাসন জানিয়ে দিল আর কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ হবে না ওই স্কুলে। তবে ওই স্কুলের পড়ুয়াদের অন্য কোনও স্কুলে ভর্তি করার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

ওই এলাকার বেশিরভাগ পরিবারের সদস্যরাই দিনআনি দিনখাওয়া। বেসরকারি কোনও স্কুলে তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করাটাই বিলাসিতার সামিল। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের ওই স্কুলটি ভরসা। গ্রামবাসীরা এটাও আশঙ্কা করছেন, ওই স্কুলটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে স্কুলের ভবন দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হবে। বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্মও হতে থাকবে।

এ রাজ্যে শিশুশিক্ষা মিশনের কর্মসূচি অনুযায়ী, ১৯৯৭-৯৮ সালে চালু হয় শিশু শিক্ষাকেন্দ্র। মূলত প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার শুরু করে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি। প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রম রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয় এসএসকেতে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয় এমএসকেগুলিতে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীন শিশু শিক্ষা মিশন এই কেন্দ্র দু'টি চালায়।

জানা গিয়েছে, বাম আমলে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হরিপালের কৃষ্ণপুর গ্রামের এসএসকেটি। বর্তমানে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যা ছিল ৭০-৮০ জন।

সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে শহরে 'সাইবার বাজ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচার করতে কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ বাস পথে নামল। মঙ্গলবার আউটরাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী 'সাইবার বাজ' নামে ওই বাসের উদ্বোধন করেন। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে তৈরি ঝাঁ চকচকে ওই বাসটিতে সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত নানা তথ্য ও সাইবার প্রতারণার হাত থেকে বাঁচার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। পোস্টার ব্যানারের পাশাপাশি, ভিডিও ওয়াল, ইন্টারঅ্যাকটিভ ট্যাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বাসটিকে।

প্রবীণ ও অল্প বয়স্করা সব থেকে বেশি সাইবার অপরাধের শিকার হন। তাই তরুণদের জন্য নানা প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হবে। বাসটিকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৃদ্ধাশ্রমেও নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ যায়গা ও রাস্তায় নিয়মিত বাসটিকে রাখা হবে। যাতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ সেটি থেকে উপকৃত হতে পারেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এদিন কলকাতা পুলিশের সাউথ সাবারবান ডিভিশনের নতুন অফিস এবং গঙ্গাসাগরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার শিবিরের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় বিপুল জনসমাগম আশা করা হচ্ছে। পুলিশ, প্রশাসন থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যৌথ ভাবে পুণ্যার্থীদের সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। যাতে মানুষ অনায়াসে তীর্থ দর্শন করতে পারেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজীব কুমার, কলকাতার নগরপাল বিনিত গোয়েল, প্রাক্তন দুই মুখ্যসচিব তথা বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জিএসটি ফাঁকি রুখতে সীতারমণকে চিঠি অমিত মিত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিএসটি ফাঁকি রুখতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণকে চিঠি লিখলেন অমিত মিত্র। রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান মুখ্য অর্থ উপদেষ্টা অমিত মিত্র চিঠি তে লিখেছেন, এই সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য অবিলম্বে জিএসটি পরিষদের বৈঠক ডাকার প্রয়োজন। কর ফাঁকি রুখতে পারলে লক্ষ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে বলে অমিত মিত্র চিঠিতে জানিয়েছেন।

এই অর্থ আদায় হলে রাজ্যগুলি আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবে। এর আগেও অমিত মিত্র জিএসটি ফাঁকি রুখতে অনেকবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। অমিতের অভিযোগ, প্রতি মাসে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা জিএসটি আদায়কে এই পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণে জিএসটি ফাঁকির যে তথ্য উঠে আসছে, তা আদতে সেই সাফল্যের সামনেই প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিচ্ছে। যে কারণে দ্রুত কর ফাঁকি রোখার উপায় খোঁজা দরকার। তা করতে পারলে লক্ষাধিক কোটি টাকার সাশ্রয় হবে এবং তা রাজ্যগুলির কাজে আসবে বলেও মত রাজ্যের এই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর।

চিঠিতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর দাবি, জিএসটি চালুর সাড়ে ছ'বছর পরেও কর ফাঁকি ঠেকানো যায়নি। বরং তা লাফিয়ে বাড়ছে। অমিত লিখেছেন, গত ৭ জানুয়ারি কেন্দ্র দাবি করেছে ২৯,২৭৩টি ভুয়ো সংস্থা বাতিল করা হয়েছে। যারা ভুয়ো বিল দেখিয়ে বা নথিভুক্তির মাধ্যমে আগে মেটানো কর ফেরত (আইটিসি) পেতে প্রায় ৪৪,০১৫ কোটি টাকা দাবি করেছে। পাশাপাশি, একটি প্রশ্নের উত্তরে গত বছর ৩১ জুলাই লোকসভায় নির্মলাই জানিয়েছিলেন, ২০২০-২১ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত জিএসটি ফাঁকির ৪৩,৫১৬টি ঘটনায় ফাঁকির অঙ্ক প্রায় ২,৬৮,৫৩৭ কোটি টাকা। এমনকি, ইনফোসিস কর্তা নন্দন নিলেকানি জিএসটি পরিষদের বৈঠকে বলেন, ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪২,৬১৮টি ঘটনায় মোট ৭০,০০০ কোটি কর ফাঁকির মধ্যে আইটিসি-ই ছিল ৩৮,৭৭১ কোটির।

এই পরিমাণ আর্থিক লোকসানকে ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে অমিতবাবুর দাবি, এই সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে পৌঁছেছে। এটা কোনও একটি রাজ্যের সমস্যা নয়। বরং সারা দেশকেই এর ফল ভুগতে হচ্ছে। লুঠ হচ্ছে মানুষের অর্থ। তাঁর বক্তব্য, নতুন এই পরোক্ষ কর ব্যবস্থা চালুর পরে রাজ্যগুলি কর আদায় তথা রাজস্বের জন্য কেন্দ্রের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই তাদের সুরাহার জন্য দ্রুত সময় বেঁধে কর ফাঁকির সমস্যার সমাধান জরুরি। আর সে জন্য অবিলম্বে সমস্ত পক্ষকে নিয়ে জিএসটি পরিষদের বৈঠক ডাকা দরকার।

নিম্নমানের খাবারের অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়িতে ক্ষোভ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকাজুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের করন্দা গ্রামে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে মন্তেশ্বরের করন্দা গ্রামে ১৮৮ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শুধুমাত্র গলা সাদা ভাত দেওয়া হয়। শিশুরা ও প্রসূতি মায়েরা তাই দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে ওই কেন্দ্রে খিচুড়ি হয় না, খিচুড়ির জন্য মুসুরির ডাল ও সবজি কোনওটাই দেওয়া হয় না, শুধু গলা সাদা ভাত দেওয়া হয়। মন্তেশ্বরের অঙ্গনওয়াড়ি অফিস থেকে সবজি ও ডাল দিচ্ছে না বলেই তাঁরা খিচুড়ি তৈরি করতে পারছেন না বলে দাবি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর।

যদিও এই বিষয়ে মন্তেশ্বর ব্লকের বিডিও সঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, তিনি খবর পেয়ে ওই দপ্তরের সিডিপিও যিনি আছেন, তাঁকে বিষয়টি দেখে তাঁর কাছে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

কাজ হবে লাইনে, একাধিক মেল ও লোকাল ট্রেন বাতিল করল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দক্ষিণ পূর্ব রেলে বিলাশপুর বিভাগে জরুরি কাজ হবে। তার জেরে হাওড়া পুরানো কমপ্লেক্স থেকে একাধিক মেল ও লোকাল ট্রেন বাতিল করল।

জরুরি নির্দেশিকাতে জানান হয়েছে, উদয়পুর সিটি - শালিমার এক্সপ্রেস, সাঁতরাগাছি - জব্বলপুর এক্সপ্রেস, শালিমার - ভুজ এক্সপ্রেস রানি কমলাপতি - সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে আগামী ৭ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত। হাওড়া - মেচেদা লোকাল, হাওড়া - পাঁশকুড়া লোকাল, মেচেদা-হাওড়া, মেদিনীপুর হাওড়া -সহ একাধিক লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। হাওড়া-পাঁশকুড়া, হাওড়া উলুবেড়িয়া লোকাল কাজের জন্য সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে।

হাওড়া-পুরী রুটে স্পেশাল সাপ্তাহিক বন্দে ভারত

নিজস্বড প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া থেকে পুরী যাওয়ার যাত্রী চাপ দেখে সপ্তাহে একদিন বিশেষ বন্দে ভারত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। হাওড়া থেকে পুরী স্পেশাল বন্দে ভারত ট্রেনে থাকছে ৬ হাজার ৭৬৮ টি আসন। চলতি মাসের ১১ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার স্পেশাল বন্দে ভারত চলবে।

বাংলার পর্যটকদের কাছে পুরী বরাবরই প্রিয়। তারওপর শীতের মরসুমে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। বাড়তি যাত্রীদের চাপ দেখে নিয়মিত বন্দে ভারত ছাড়াও স্পে শাল বন্দে ভারতের ব্যবস্থা। ০২৩১১ হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত স্পেশাল হাওড়া থেকে সকল ৬ টা ১০ মিনিটে ছেড়ে ওই দিন দুপুর ১২ টা ৩৫ মিনিটে পুরী পৌঁছবে। ০২৩১২ পুরী-হাওড়া বন্দে ভারত স্পেশাল পুরী থেকে দুপুর ১ টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে ওই দিন রাত্রি ৮ টা ৩০ মিনিটে হাওড়া স্টেশন পৌঁছাবে।

এই স্পেশাল ট্রেনটি খড়গপুর, বালাসর, ভদ্রক, জাজপুর কেওনঝর রোড,কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড স্টেশনে দাঁড়াবে। ট্রেনটিতে ১২ টি বাতানকুল এবং ২ টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার কার কামরা থাকবে। হাওড়া - পুরী বন্দে ভারতের ট্রেনের টিকিট রেলের পিআরএস ও ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, ' আমরা শীতের মরসুমে বাংলার পর্যটকদের জন্য এই বিশেষ ট্রেনটির ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া, আমি আশাবাদী যে এই উদ্যোগটি একটি সুবিধাজনক এবং আনন্দদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ জানুয়ারি ২০২৪ ২৫ পৌষ ১৪৩০ বুধবার

তাপস, কুন্তল, নীলাদ্রির বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠনের নির্দেশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত তাপস কুমার মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ এবং নীলাদ্রি ঘোষের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠনের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি, পার্থ সেন এবং কৌশিক মাঝির বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জশিট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, 'গত ১৮ মে তাপস-কুন্তল-নীলাদ্রির বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হলেও এখনও চার্জগঠন হয়নি।' নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, নতুন কোনও আবেদন করলে হাইকোর্টে পাঠাতে হবে। নিম্ন আদালত তার বিচার করতে পারবে না। শুধু ওই তিনজন নয়, সিবিআইকে ওএমআর শিট প্রস্তুতকারী সংস্থা এস বাসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির দুই আধিকারিক পার্থ সেন ও কৌশিক মাঝির বিরুদ্ধেও অবিলম্বে চার্জশিট দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের পর দ্রুত চার্জ গঠনের নির্দেশও

দিয়েছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ১১ জানুয়ারি।

তাপস, কুন্তল ও নীলাদ্রি ধৃত এই তিন জন নতুন আবেদনের নামে মূল মামলা বিলম্বিত করার চেষ্টা করছেন, মঙ্গলবার এমনই পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির একটি মামলায় গত ২১ ডিসেম্বর রিপোর্ট দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। মঙ্গলবার সেই রিপোর্ট পড়ে দেখেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ ও নীলাদ্রি ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল হয়েছিল। গত বছরের ১৮ মে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। কিন্তু চার্জ গঠন করা যায়নি। এ কথা জানায় সিবিআই। এর কারণ জানতে চান বিচারপতি। তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে নিম্ন আদালতে ধৃত এই তিন জন বিভিন্ন আবেদন করেন। সেই আবেদন বিচারাধীন থাকায় আর অগ্রগতি হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে মামলা করেছিলেন রাকেশ মণ্ডল নামে এক প্রার্থী।

মামলাকারীর আইনজীবী দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ২০১৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিস্তর দুর্নীতি করা হয়েছিল। কোন অতিরিক্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। মামলায় গত ২১ ডিসেম্বর বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সিবিআই ।

আদালত সূত্রের জানা গিয়েছে, গত ১৪ ডিসেম্বর জহিরউদ্দিন শেখ , টাইগার হোসেন, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস কুমার মণ্ডল, নীলাদ্রি ঘোষ, কুন্তল ঘোষদের নামে নিম্ন আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিল সিবিআই। তবে এখনও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়নি। সেই কারণে দ্রুত চার্জ গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কলকাতার বুকে দিনে দুপুরে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে অটো চালককে হুমকি, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনে দুপুরে কলকাতার বুকে অটো চালককে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকির অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই এমন ঘটনা ঘটে যায় গড়িয়া এলাকায়। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই দুই যুবকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কেমন করে এল সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর,মঙ্গলবার সকালে গড়িয়া অটো স্ট্যান্ডের কাছে এসে দাঁড়ায় দুই যুবক। তাদের সঙ্গে একটি দামি গাড়ি ছিল। গাড়ি থেকে নেমে এক অটো চালককে নির্দিষ্ট একটি রুটে অটো নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া শুরু করে তারা। কিন্তু ওই অটো চালক সেটা মানতে রাজি হননি। সোনারপুর যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া শুরু হয়। অটো চালক ওই যুবকদের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় শুরু হয় গালিগালাজ। অটো চালককে হুমকি দিয়ে তারা বলেন, 'জানিস আমি কে? বেশি বাড়বাড়ি করলে একেবারে নামিয়ে দেব'।

এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন বেশ কয়েকজন মানুষ। ওই দুই যুবক মত্ত অবস্থায় ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। অটো চালকের সঙ্গে ওই দুই যুবকের বচসা চলতে থাকে। তখ নই হঠাৎ এক যুবক পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে। বন্দুক উঁচিয়ে ওই অটো চালককে হুমকি দেয়। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় কেউ প্রতিবাদের সাহস দেখাননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগ পেয়ে পাটুলি থানার পেট্রলিং ভ্যান চলে আসে।

আগ্নেয়াস্ত্র সমেত ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নামদীপায়ন দত্ত এবং চিরঞ্জিত কর্মকার। একজন যুবকের বাড়ি নারকেলডাঙা এলাকায়। আর দু'জনকে থানায় নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে। কী করে আগ্নেয়াস্ত্র এল? আগ্নেয়াস্ত্রের বৈধ লাইসেন্স আছে কি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কলকাতার বুকে বিশেষ অনুষ্ঠান, আদিবাসী নৃত্য। ছবি: অদিতি সাহা

বইমেলা যেতে অটোর ভাড়া নির্দিষ্ট

এক টাকাও বেশি নিতে পারবেন না চালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৮ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে বইমেলা। করুণাময়ীর কাছে বইমেলায় যেতে উল্টোডাঙা থেকে নেমে অটোই সহজ উপায়। কিন্তু উল্টোডাঙার অটো নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। দিন হোক বা রাত, সামান্য এদিক-ওদিক হলেই নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে ১০-২০ টাকা বেশি ভাড়া চাওয়ার নজির ভূরি ভূরি। বিপাকে পড়ে অনেক সময়ই অকারণে যাত্রীদের বাড়তি ভাড়াও গুণতে হয়। উল্টোডাঙার অটো দৌরাত্ম্যে লাগাম পরাতে এবার নির্দিষ্ট ভাড়া বেঁধে দেওয়া হল।

যত রাতই হোক আর ভিড় হোক, উল্টোডাঙা টু করুণাময়ী ২০ টাকাই ভাড়া নিতে হবে। গিল্ড-বিধাননগর পুলিশ-পরিবহণ দপ্তরের বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিধাননগরের ডিসি ট্র্যাফিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আটটি রুটের অটো পৌঁছয় বইমেলা প্রাঙ্গণে। প্রতিটি রুটের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যাবে না।

১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তরফ থেকে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়েছে, বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বইমেলায় পৌঁছনোর ভাড়া নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এবছর বইমেলার থিম কান্ট্রি ইউনাইটেড কিংডম। ১৮ জানুয়ারি বইমেলার উদ্বোধনে হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রিটিশ হাইকমিশনার অ্যালেক্স এলিস সিএমজি, ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর অ্যালিসন ব্যারেট এমবিই। থাকবেন সাহিত্যিক বাণী বসু। প্রথিতযশা সাহিত্যিককে প্রদান করা হবে ড. রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা সিইএসসি সৃষ্টি সম্মান ২০২৪। ফি বছর কলকাতায় বইমেলায় ম্যাপের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। প্রিয় বইয়ের স্টল খুঁজতে গিয়ে মাথায় হাত! সমস্যা সমাধানে এবারই প্রথম কিউআরকোড ম্যাপ চালু করছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। বইমেলায় প্রবেশের ন'টি গেটে থাকবে এই কিউআর কোড। স্মার্ট মুঠোফোনে সেই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই মিলবে মেলার মাঠের ঠিকুজি।

প্রয়াত কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার তুষারকান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার তুষারকান্তি তালুকদার। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। জানা গিয়েছে, গত দুদিন ধরে ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা। মঙ্গলবার দুপুরে প্রয়াত হন তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ সামলেছিলেন তুষারকান্তি।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। গত ৭ জানুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। দুদিন ধরে চিকিৎসা সত্ত্বেও প্রাক্তন কমিশনারের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। মঙ্গলবার সকাল থেকে তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে।কিডনির সমস্যার পাশাপাশি হু হু করে তুষারবাবুর রক্তচাপ কমতে থাকে। ক্রমে বিকল হতে থাকে হৃদযন্ত্র। শরীরে আরও নানা অসুবিধা থাকার কারণে চেষ্টা করেও অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি করতে পারেননি চিকিৎসকরা। সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট নাগাদ তাঁর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারেননি তিনি। দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার।

সুচেতন হওয়ার পথে আরও একধাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সন্তান সুচেতনা থেকে সুচেতন হওয়ার পথে একধাপ এগোলেন। রূপান্তরকামীর (ট্রান্সজেন্ডার) সরকারি পরিচয়পত্র পেয়েছেন তিনি সূত্রের খবর। জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখে ওই পরিচয়পত্রটি সুচেতনের কাছে পৌঁছেছে।

জানা গিয়েছে, তিনি কলকাতার বাইরে রয়েছেন। সুচেতনের হিতৈষীরা বলছেন, 'সুচেতনা' থেকে 'সুচেতন' হওয়ার যে লড়াই তিনি শুরু করেছিলেন, তাতে আরও এক ধাপ এগোলেন। এর পরে তিনি আবেদন করবেন 'ট্রান্সম্যান' হওয়ার পরিচয়পত্রের জন্য। সে কারণে তাঁর আরও কিছু শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সেগুলি সম্পন্ন হওয়ার পরেই তিনি ওই পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে আপাতত 'ট্রান্সজেন্ডার' পরিচয়পত্র এবং পরিচয়ের সুবাদে তিনি তাঁর ব্যাঙ্ক, আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট-সহ নানাবিধ সরকারি নথিতে নাম এবং লিঙ্গ বদল করার জন্য আবেদন জানাবেন। প্রসঙ্গত, লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য যে যে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন, সুচেতন তা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন। তবে কিছু প্রক্রিয়া এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। সেগুলি সম্পন্ন করলে তিনি 'ট্রান্সম্যান' হিসেবে নিজের সরকারি পরিচয় দিতে পারবেন।

শিয়ালদায় অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়ালদা স্টেশনে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হল এক ব্যক্তিকে। প্রাথমিকভাবে রেল পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে এ রাজ্যে ঢুকেছিলেন। বনগাঁ থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ স্টেশনে আসেন। জিজ্ঞাসাবাদে রেল পুলিশের সন্দেহ হয়। কোনও উপযুক্ত কাগজপত্রও দেখাতে পারেননি তিনি। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে আরপিএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তিকে রোহিঙ্গা সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দু'টি মোবাইল ফোনও।

আরপিএফ সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে গত ২ জানুয়ারি শিয়ালদহ স্টেশনে এক বিশেষ অভিযান চালায় আরপিএফ। সেই অভিযান চলাকালীনই শিয়ালদহ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছে এক ব্যক্তির চালচলন দেখে সন্দেহ হয় আরপিএফের। নিজের নাম আরপিএফ-কে জানালেও তিনি যে ভারতীয় নাগরিক, এমন কোনও বৈধ কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি। এরপরও আরও চেপে ধরতেই ওই ব্যক্তি স্বীকার করে নেন, তিনি মায়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছেন। আরপিএফ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি আরও জানান যে, ২০১৭ সালে মায়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় থাকছিলেন। গত ৩১ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকেন। এরপর ভারতে আসার পর ২ জানুয়ারি বনগাঁ থেকে একটি লোকাল ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছান। এরপরই শিয়ালদহ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছে আরপিএফের হাতে ধরা পড়েন ওই ব্যক্তি। এরপর ধৃত ওই ব্যক্তিকে শিয়ালদহ জিআরপি-র হাতে তুলে দেয় আরপিএফ।

জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উধাও হওয়া ঠান্ডা ফের ফিরতে চলেছে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের তাপমাত্রা খুব বেশি নামবে না। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকেই আমূল বদলে যাবে আবহাওয়া। মকর সংক্রান্তির মধ্যেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা করার সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে জেলায় জেলায়। ফের একবার শহর কলকাতার তাপমাত্রা ১৩-১৪ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের পর থেকে রাজ্যের তাপমাত্রা হু হু করে কমতে শুরু করবে। স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমে যাবে বাংলার।এদিকে বুধবার দক্ষিণবঙ্গের এই জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ থাকতে পারে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ থাকতে পারে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে জানা গিয়েছে, হাওয়া অফিস সূত্রে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী কয়েদিন।

র‍্যাগিং নিয়ে এবার অভিযোগ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার র‍্যাগিংয়ের ঘটনা কলকাতার আরও এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার র‍্যাগিং কাণ্ডে নাম জড়াল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের। এদিকে সূত্রে খবর, দুই জুনিয়র পিজিটি'কে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে সিনিয়রদের বিরুদ্ধে। চিকিৎসক পড়ুয়ার বয়ান অনুসারে, গত চারমাস ধরে র‍্যাগিং করা হচ্ছে তাঁকে। অর্থোপেডিকের এক পিজিটিকে ইলেকট্রিক কেটলি, বোতল দিয়ে মারধর করেছেন সিনিয়ররা, অভিযোগ এমনই। এদিকে আবার সিস্টারদের সামনে ওয়ার্ডে আরেক পিজিটিকে তলপেটে ঘুষি মারলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ওই চিকিৎসক পড়ুয়া, এমন অভিযোগও উঠেছে। র‍্যাগিংয়ের জেরে বিপর্যস্ত পড়ুয়ারা

ইতিমধ্যেই মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন বলেও সূত্রে খবর মিলছে। এদিকে এই ঘটনা চাউর হতেই শোরগোল শুরু হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্দরে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও উঠেছে। মঙ্গলবার এই নিয়ে অধ্যক্ষকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। এরইমধ্যে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক ডাকেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অভিযোগকারী, অভিযুক্তদের বক্তব্য শুনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, কিছু মাস আগেই র‍্যাগিংকাণ্ডে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমবর্ষের এক পড়ুয়াকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে যাদবপুরেরই প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে। ইউজিসির প্রশ্নের মুখেও পড়ে যাদবপুর। তোলপাড় হয় বাংলার রাজ্য-রাজনীতি। গ্রেফতারও করা হয় বেশ কিছু পড়ুয়াকে। এরইমধ্যে এবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে শিক্ষামহলের অন্দরে।

নৈহাটির বড়িশিল্প চাঙ্গা করতে সরকারি সাহায্য চাইছেন শিল্পীরা

বিশ্বজিৎ নাথ

ব্যারাকপুর: মুগ, মুসুর, মটর, বিউলি। রকমারি ডালের রকমারি বড়ি। উঠোন থেকে ছাদ প্রায় বছরভর ছোট-বড় বড়ি শুকোয় এই মহল্লায়। নৈহাটি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের আম্রপল্লি পূর্বপাড়া। ঘরে ঘরে বড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন এখানকার বাসিন্দারা। লোকমুখে এই এলাকা তাই বড়ি গ্রাম নামেই পরিচিত।

বহু বছর আগে আম্রপল্লির গুটি কয়েক পরিবার বড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। সেই বড়ি নৈহাটি ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বিক্রি করে তারা দু'পয়সা উপার্জন করতেন। পরবর্তীতে আম্রপল্লি পূর্বপাড়া জুড়ে ঘরে ঘরে শুরু হল বড়ি তৈরির কাজ। কালক্রমে এই এলাকা 'বড়িগ্রাম' হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। তবে দিন যতই গড়িয়েছে। বড়ি শিল্পীদের অবস্থাও ততই পিছিয়েছে। হাড়ভাঙা খাটুনি করেও মন ভরছে না বড়ি শিল্পীদের। নৈহাটির আম্রপল্লীতে গিয়ে জানা গেল, এখানে মূলতঃ মটর, মুসুর ও

বিউলি ডালের বড়ি তৈরি করা হয়। ভোর হতেই বড়িগ্রামের বাসিন্দারা ডাল ভেজাতে শুরু করেন। দেড়-দু'ঘন্টা ভেজানোর পর সেই ডাল মেশিনে পেষাই করা হয়। পেষান ডাল ফাটিয়ে বড়ি দিয়ে রোদে শুকনো হয়। তারপর সেই বড়ি প্যাকেজিং করে পাইকারি দরে বাজারে বিক্রি করা হয়। ৩০ বছর ধরে বড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন কানন হালদার। প্রবীনা কানন দেবী জানান, এখানে ঘরে ঘরে বড়ি তৈরির কাজ হয়। বড়ি তৈরি করেই তারা কোনওরকমে টিকে আছেন। এখানকার বড়ি রাজ্য পেড়িয়ে বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড-সহ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। তার আক্ষেপ, আম্রপল্লীর এই বড়ি শিল্প টিকিয়ে রাখতে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি সুযোগ-সুবিধা মেলেনি। সরকারের তরফে তাদের কেউ খে াঁজও নেয় না। আরেক শিল্পী চম্পক মন্ডল জানান, প্রতিযোগিতার বাজারে হাড়ভাঙা খাটুনি করেও, তারা তেমন লাভ মুখ দেখতে পারছেন না। ফলে নতুন প্রজন্মের সকলের বড়ি তৈরির প্রতি অনীহা বেড়েছে। বড়ি শিল্পীদের একাংশ জানান, কেউ কেউ চড়া সুদে ঋণ নিয়ে, আবার কেউ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে পূর্বপুরুষের এই পেশাকে টিকিয়ে রাখতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও এখন অনলাইন শপিংয়ের যুগ। অনলাইনে শপিংয়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ফলে অনলাইনেও মিলছে রান্নার সুস্বাদু বড়ি। স্বভাবতই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে নৈহাটির বড়িগ্রামের শিল্পীদের। তাই এখানকার শিল্পীদের দাবি, প্রাচীন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারকে এগিয়ে আসা উচিত।

থামল গান, হৃদয়ে রয়ে গেল দরাজ কণ্ঠে 'আওগে যব তুম...'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'আওগো যব তুম ও সজনা, অঙ্গনা ফুল খিলেঙ্গে'...

এই গানের সুর, কথা, গায়কী সবই মনে গেঁথে রয়েছে সঙ্গীতপ্রেমীদের। ২০০৭, মুক্তি পেয়েছিল বলিউডের অন্যতম মিউজিক্যাল হিট ছবি ' যব উই মেট'। যে ছবির গল্প থেকে গানের উপস্থাপনা, পর্দায় চরিত্রের সমীকরণ সবটাই ছিল নজর কাড়া। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত 'আওগো যব তুম ও সজনা' গানটির সুর গায়কী মন ছুঁয়ে গিয়েছিল দর্শকদের। সঙ্গীতপ্রেমীদেরও বড় পছন্দের এই গান। এই গান ছিল তা হল প্রয়াত সঙ্গীতজ্ঞ রাশিদ খানের অন্যতম সেরা সৃষ্টি। ক্যানসার আক্রান্ত সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ রশিদ খানের কণ্ঠ থেমেছে মাত্র ৫৫-তেই। চিরঘুমে শিল্পে। তবে তাঁর সৃষ্টি থেকে যাবে আজীবন।

শিল্পী প্রয়াত হওয়ার খবর শুনে ভারাক্রান্ত মনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে অনেকেই এক দু'কলি গেয়ে উঠেছেন গানটি। আগেব, প্রেম, বিরহ সবটা গায়ক উজার করে ঢেলে দিয়েছিলেন গানের ছত্রে ছত্রে। যে গান প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে থেকে যাবে বলেই এক শ্রেণির বিশ্বাস। এই গান যেন রাশিদের কণ্ঠের জন্যই জন্ম নিয়েছিল। প্রতিটা শিল্প সৃষ্টির এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। এই গানের সুর জন্ম নিয়েছিল বহু বছর আগে। তখনও গানের লিরিক্স তৈরি হয়নি।

এক সাক্ষাৎকারে ছবির সঙ্গীত পরিচালক সন্দেশ শাণ্ডিল্য জানিয়েছিলেন, এই ছবির জন্য লেখাই হয়নি এই গান। এই গান ছবি তৈরির বহু বছর আগেই জন্ম নিয়েছিল। সঙ্গীত পরিচালকের কথায়, 'আগে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা নিজের জন্য গান সুর

সৃষ্টি করতেন। অনেক গান ছবিতে জায়গাও করতে পারত না। তার মধ্যে যাঁর যেটা পছন্দ হয়ে যেত, সেই গান ছবিতে জায়গা করে নিত। তেমনই উদ্দেশ্যহীনভাবে জন্ম নিয়েছিল এই গান। তিনি বলেন, এই গানের সুর হঠাৎই এসেছিল মনে। আমি রেকর্ড করে রেখেছিলাম। সেই সময় আমি ফিয়াজ আনওয়ারের সঙ্গে কাজ করছি। আমি তাঁকে শুনিয়েছিলাম। তিনি সেই সময়ই গানের মুখরা লিখে দিয়েছিলেন। এরপর কেটে যায় বহু বছর। তারপর ইমতিয়াজ আলিকে একদিন হঠাৎ আমি এই সুর শুনিয়েছিলাম। তিনি শুনেই বলেছিলেন, তিনি তাঁর ছবিতে গানটি ব্যবহার করবেন। আমি আবার গানের অন্তরার জন্য ছুটেছিলাম ফিয়াজের কাছে।'

এরপর খোঁজ পড়ে গায়কের। তিনি বলেন, 'উস্তাদ রাশিদ সাহাবের প্রতি বরাবর আমার সেই শ্রদ্ধাটা ছিল। আমি যখন ওঁনার কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেলাম, তিনি প্রচুর টাকা চেয়ে বসলেন। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, এটা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। একই সঙ্গে বলেছিলাম, আপনি এই গানটি ফেরাতে পারবেন না। আমি বলেছিলাম, আপনি মানা করতে পারবেন না, কারণ আমি আপনাকে ভীষণ ভালবাসি। তখন উনি খুশি হয়ে বলেছিলেন, ঠিক আছে, চলে এসো, আমি রেকর্ড করব।'

সম্পাদকীয়

মায়ের নাম অভিভাবক হিসাবে রাখা অবশ্য কর্তব্য

এখন স্কুলে মা ও বাবা দু'জনের নামই অভিভাবক হিসেবে থাকে। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায়, যে কোনও প্রয়োজনে অভিভাবক হিসেবে বাবাকেই ডাকা হয়। অথচ আমরা জানি, সন্তানের লালনপালন, ক্লাসের রুটিন অনুযায়ী পড়া তৈরি করিয়ে দেওয়ার কাজের অনেকটাই মা করেন। সে ক্ষেত্রে মাকে ডাকলে সন্তানের বেশি উপকার হবে। স্কুলে ভর্তির মতো, পাসপোর্টেও মায়ের নাম দিতে হয়। এখন ব্যাঙ্কে কেওয়াইসি ফর্ম পূরণ করতে হলে, বা অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে মায়ের নাম পরিচয় লিখতে হয়। কিন্তু ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডে অভিভাবক হিসেবে মায়ের নাম লিখতে হয় না, যেটি করা অত্যাবশ্যক ছিল। মা তো শুধু জন্মদাত্রী নন, পালন-পোষণ, দায়িত্ব গ্রহণ, সব ব্যাপারে সন্তানের সঙ্গে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকেন। তাই অভিভাবক হিসেবে তাঁরই নাম প্রথমে থাকা উচিত। যতই আমরা, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলি, অভিভাবক হিসেবে তাঁকে সামাজিক ও আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টা দেখা যায় না। কয়েক বছর আগে ক্রিকেটাররা নিজেদের নামের সঙ্গে মায়ের নাম, পদবি জার্সির পিছনে লিখে একটা প্রচার করেছিলেন, তা দৃষ্টান্তমূলক। অনেক মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিচারপতিরা প্রায় সব পরিস্থিতিতে অভিভাবক হিসেবে মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার রায় দিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক ভাবে সে অবস্থান পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়নি আজও। সমাজের 'জ্যেষ্ঠতাত'-এর ছড়ি ঘোরানো চলছেই। সমাজের বটতলার 'অভিভাবকত্ব' এবং 'পৌরুষ' আজও একই হুঁকোর নল নিয়ে টানাটানি করছে। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন দরকার। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং শিক্ষা বা কর্মজীবনে যেখানেই দরকার, মায়ের নাম অভিভাবক হিসেবে প্রথমেই রাখতে হবে।

এক অনন্য পুলিশকর্তা তুষার তালুকদার

অশোক সেনগুপ্ত

এই তো গত ২৬ এপ্রিল গিয়েছিলাম তুষার তালুকদারের বাড়িতে। আড়াই দশক আগের মতই দীর্ঘ, ঋজু চেহারা। বয়সগত সবার যেটুকু অসুস্থতা থাকে, তার চেয়ে খুব বেশি কিছু ছিল না। নিয়মিত মর্নিং ওয়াকে অভ্যস্ত। নানা গল্প, পুরনো কথা। ফ্ল্যাটে বর্তমান আবাসিক বলতে তিনি ও স্ত্রী সুষমা। তার মাঝেই ফোন এল অনাবাসী কন্যার কাছ থেকে। দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন তুষারবাবু।

একাধারে বিতর্কিত এবং স্বতন্ত্র পরিচয়ের আইপিএস আধিকারিক ছিলেন তুষার তালুকদার। গত শতকের আশির দশকে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার সুধাংশু সিনহাকে অধস্তন পুলিশ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও সামনেই অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন। সেটা নিয়ে জল বেশ ঘোলা হয়। বিতর্ক যেন ছিল ছায়াসঙ্গী। নিজেও প্রতি পলে অনুভব করতেন সে কথা। পূর্ববঙ্গের হিন্দু স্মৃতি নিয়ে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের জন্য পরিচয়ের সূত্র ধরেই গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। অনেক বছর বাদে দেখা। খুব খুশি হলেন। সেই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'আমার ইন্টারভ্যু, কে পড়বেন?'

কর্মজীবনে নানা সময় খবরে এসেছেন তুষার তালুকদার। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে গুলি চালিয়ে ১৩ জনকে মেরে ফেলার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেশ কয়েক হাজার যুব কংগ্রেস (আই) সমর্থকের উপর তাঁর পুলিশ গুলি চালানোর পর কলকাতা পুলিশের কমিশনার তুষারবাবু ফের শিরোনাম আসেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস.বি. চহ্বাণ। তিনি কলকাতায় এসে বামফ্রন্ট সরকারকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অবশ্য তা প্রত্যাখ্যান করেন। তুষারবাবু মন্তব্য করেছিলেন, পুলিশ রাইটার্স বিল্ডিংস অবরোধের চেষ্টা রোধে ক্ষ্মভাল কাজ করেছেক্ষ্ম। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ নিয়ে জল অনেক ঘোলা হয়। কংগ্রেস অভিযোগ তোলে, এরকম পুলিশি নৃশংসতা, এত গুলি কোথাও দেখা যায়নি। তুষারবাবুও ঘটনা ''দুঃখজনক'' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পুলিশকে আক্রমণ করতেও আমি দেখিনি। কোনওভাবে এটা আশা করা যায় না।'

কর্মজীবনের তাঁর শেষের অনুভূতি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'অবসর নিয়ে উপলব্ধি হল, হেডমাস্টারমশাইয়ের প্রত্যাশা কিছুমাত্র পূরণ করতে পারিনি। আর নিজেও ঠিকঠাক পুলিশম্যান হয়ে উঠতে পারলাম না। কেমন যেন আধা পুলিশই থেকে গেলাম'।

সেই তুষারবাবু স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন পুলিশের চাকরি পাওয়ার পর চারপাশের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া। তাঁর নিজের কথায়, 'এত কিছু থাকতে শেষকালে পুলিশের চাকরি? প্রায় সকলেই সমস্বরে নিন্দামন্দ করলেন। শুধু অযাচিত উৎসাহ দিলেন স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। জগদ্বন্ধু ইন্সটিট্যুশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৪৭-১৯৬৩)। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৬১-তে রাষ্ট্রপতির জাতীয় পুরস্কার পান। তাঁর কানে আমার পুলিশে কাজ পাওয়ার কথা পৌঁছালে স্কুলে ডেকে নিয়ে বললেন, আরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্লাশ ওয়ান গ্রেডের চাকরি, এ তো খুবই ভাল কথা। আর এখন তো স্বাধীন দেশের পুলিশ। তোদের কাজ হবে পুলিশের ইমেজটা পালটে তাকে ঠিকঠাক কাজে লাগানো। আমার মনে হয় খুবই চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাক্সেপ্ট কর। তোর মা থাকলে আজ কত খুশি হতেন; তা-ই না? মনে মনে বললাম, অবশ্যই। সেই কোন ছেলেবেলায় মায়ের হাত ধরে ভয়ে ভয়ে স্কুলে এসেছিলাম। মা করুণ মিনতি জানিয়ে বলেছিলেন, অন্তত হাফ ফ্রিশিপ না দিলে একে পড়াব কী করে?' ('আমার যা কিছু', পৃ ২৮৪)।

নিরুপম সেন থেকে বিকাশকলি বসু, বীরেন সাহা থেকে সুজয় চক্রবর্তী; বেশ কিছু পুলিশ কমিশনারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকেই বুঝি অনন্য ছিলেন তুষারবাবু। গত শতকের ৮০-৯০ দশকে আনন্দবাজার পত্রিকায় টানা 'পুলিশ বিট' করার সুবাদে নানা সময় পদস্থ অনেক আইপিএস অফিসারের সংস্পর্শে এসেছি। তাঁদের অনেকে চলে গিয়েছেন চিরকালের মত। জীবিত প্রাক্তন পুলিশকর্তাদের মধ্যে তুষারবাবু ছিলেন এক কথায় অনন্য। তিনিও চলে গেলেন চিরকালের মত। ছিলেন প্রকৃতই বর্ণময়। সব কিছু মিলিয়ে একটা স্বতন্ত্র পরিচিতি। যতটা না পুলিশ ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন লেখক, সংস্কৃতিপ্রেমী। মহাশ্বেতা দেবী তুষারবাবু সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি লিখুন। সারা বছর ধরে লিখুন। আমরা একটা মস্তিষ্কগ্রাহ্য নির্মোহ লেখা পড়তে চাই।'

একবার আনন্দবাজার পত্রিকায় আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনের একটা খবর লিখলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় 'লিড' হয়েছিল। তুষারবাবু তখন ওই অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা। তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় কেন এত বড় করে খবরটা ছাপল? বিষয়টি তিনি সুজয় চক্রবর্তীকে বললেন। সুজয়দার সঙ্গে কর্মসূত্রে আমার সখ্যতা ছিল। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, লর্ড সিনহা রোডের আইবি অফিসে চলে আসতে। গেলাম। আমার সঙ্গে কথা বলে নানাভাবে তুষারবাবু বোঝার চেষ্টা করলেন, খবরটির নেপথ্যে কোনও চক্রান্ত আছে কি না। যখন অনুভব করলেন নেই, মনে হল একটা শঙ্কা থেকে যেন বাঁচলেন।

প্রায় সারা জীবন কোনও না কোনও শঙ্কা বা দুশ্চিন্তা ধাওয়া করে বেড়িয়েছে তাঁকে। অবসরগ্রহণের অনেক পরে, ২০১০ সালে লিখেছেন,তঅবসরগ্রহণের পরেও আমার পুলিশ পরিচয় থেকে থেকেই হানা দেয় আচমকা? বুঝি না, বুঝতে পারি না। অবসর নেওয়ার পর রবীন্দ্র সরোবর অর্থাৎ লেকের খুব কাছাকাছি একটা বাড়িতে থাকি। প্রায় রোজ সকালেই হাঁটতে যাই জলের ধারে একা একা। .... একদিন অনেকটা হেঁটে বাড়ির দিকে ফিরছি। পেছনে কয়েকজনের কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসছিল। সেই কয়েকজন যখন আমার প্রায় পাশে এসে পড়লেন, তখন হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনাকে কি কেউ কখনও বলেননি যে, তুষার তালুকদার, যিনি পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আপনার চেহারার অদ্ভুত মিল আছে?ত, 'কই না তো' বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তবুও নিবৃত্ত না হয়ে এবারে তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনিই তুষার তালুকদার নন তো?' উত্তর না দিয়ে এগিয়ে পাওয়ার চেষ্টা করতে করতেই শুনলাম আরেকজনের মোক্ষম উত্তর। তিনি বললেন, প্রশ্নকর্তাকে, 'আরে, উনি কী করে তুষার তালুকদার হবেন? তাহলে কি উনি এরকম একা একা হাঁটতেন কোনও বডিগার্ড ছাড়াই?'

এ হেন তুষার তালুকদার আত্মজীবনী 'আমার যা কিছু'-তে উজার করে দিয়েছেন আপাত অজানা অনেক কথা। এতে নিজের পুলিশি কর্মকাণ্ডর পাশাপাশি যেমন আছে গত শতকে পুলিশ-প্রশাসনে দুর্নীতি, সৎ প্রশাসক, শাসক দলের মদতপুষ্ট মাসলম্যানদের কথা, তেমনই আছে মাদার টেরিজা, ঋত্বিক ঘটক, সুচিত্রা মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, প্রফুল্ল চক্রবর্তী এবং জ্যোতি বসু, সুভাষ চক্রবর্তীর মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নানা কথা।

তুষার তালুকদারের 'আমার যা কিছু'-র ভূমিকায় প্রবীন শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র সরকার লিখেছেন, ততাঁর অতি প্রিয় মানুষদেরও তিনি ছাড়েননি। এমনকি পুলিশের এবং সরকারি ব্যবস্থাপনাতে ঘুষ খাওয়া আর অন্যান্য দুর্নীতি নিয়েও তিনি অসংকোচে মুখ খুলেছেন। ফিল্মে-নাটকে ছাড়া কলকাতা কেন, কোনও দেশের পুলিশই বোধ হয় এমন পুলিশ কমিশনার দেখেনি।দ আবার মহাশ্বেতা দেবী তুষারবাবু সম্পর্কে লিখেছেন, 'তুষারের মত মানুষ পুলিশ হয়েছিলেন বলে ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপনাজাতীয় অন্য কাজে গেলে ঘরে লেনিনের ছবি, মার্কসবাদে বিশ্বাস, সঙ্গীতে বিশ্রাম খোঁজা, জ্ঞানভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ণের বই বঙ্গানুবাদে বাঙালি পাঠকের হাতে পৌঁছনো, এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠত না। অবশ্য তিনি অধ্যাপক হলেও অন্যরকম অধ্যাপক হতেন। সেমিনার শিকারী হতেন না। তবে ছাত্র তৈরি করতে পারতেন। ছাত্ররা আজও ভাল অধ্যাপককে শ্রদ্ধা করে।'

পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংস্কৃতি, দেশভাগ;এসবে নিজের ভাবনার কথা জানাতে গিয়ে তুষারবাবু এই প্রতিবেদককে বলেছেন, 'প্রতিক্রিয়া কখনও ক্রিয়ার পরিমাপে হয় না। যুগসঞ্চিত ক্ষোভ যুক্তি মানে না। মুসলমানদের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার মধ্যে তাই আমি খুব দোষ দেখি না।'

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ৭৪তম জন্ম দিবস উপলক্ষে
কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহের একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা

সুচিত্রাদিকে খুব মিস করি

সিদ্ধার্থ সিংহ

মঙ্গলবার অফ ডে। ফলে বারোটা বাজার আগেই বিছানায় চলে গিয়েছিলাম। বিছানায় উঠতে না- উঠতেই ফোন। কে করেছে না দেখেই বালিশের তলায় মোবাইল গুঁজে দিয়েছিলাম। দু'মিনিটও কাটল না। আবার ফোন বেজে উঠল। এত রাতে আমেরিকার গৌতম গ্যারি দত্ত ছাড়া আমাকে কেউ ফোন করে না। করছে মানে নিশ্চয়ই কোনও জরুরি দরকার। ফোনটা বের করে দেখি, নিখিলেশের নম্বর।

আগের বারও কি ও-ই করেছিল! দেখি, না। নিবেদিতার ফোন। নিবেদিতা দে আমার সহকর্মী আর নিখিলেশ বিশ্বাস আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। সুচিত্রাদির প্রথম উপন্যাস ও-ই প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এই মধ্যরাতে দুই মেরুর দু'জনের পর পর ফোন দেখে একটু খটকা লাগল। কী হল রে বাবা! রিং ব্যাক করতেই নিখিলেশ বলল, কিছু খবর পেয়েছিস?

আমি বললাম, না।

ও বলল, টিভিটা খোল। খবরটা দ্যাখ তো...

কিন্তু আমি যে ঘরে থাকি, সে ঘরে কোনও টিভি নেই। পুরনো আমলের বাড়ি। আমার ঘরের চারটে ঘর বাদ দিয়ে বউয়ের ঘর। সেই ঘরে টিভি। মায়ের ঘরেও আছে। কিন্তু এত রাতে ওদের ঘুম ভাঙাব! ফোন করলাম স্টার আনন্দে। তখনও সেটা এবিপি আনন্দ হয়নি। প্রথমে সুমনকে। তার পর তীর্থকে। ওদের না পেয়ে সৌমেনকে।

কিন্তু কেউই ফোন ধরল না। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। ফোন ধরতে না-পারলেও মিস কল দেখলেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে রিং ব্যাক করে। অগত্যা ওদের ল্যান্ড নম্বরে ফোন করে যা শুনলাম, সেটা আমার কল্পনারও বাইরে।

পাশের ঘরেই থাকে আমার ছেলে শুভঙ্কর। মাত্র দু'দিন আগে হস্টেল থেকে বাড়ি এসেছে। নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করে। গিটার বাজায়। ছবি আঁকে। সুচিত্রাদির কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদও করেছে। ওকে সুচিত্রাদির কথা বলতেই ও আকাশ থেকে পড়ল, সে কী গো!

তখন বারোটা দশ কি পনেরো। আমরা দু'জনে রওনা হয়ে গেলাম ঢাকুরিয়ার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে মনে পড়ে গেল — এই তো সে দিন, 'পেরেক' নামে একটা বই লেখার জন্য ব্যঙ্গ করে যাঁকে আমরা 'পেরেক চক্রবর্তী' বলে ডাকতাম, সেই শম্ভুদা একদিন আমাদের গল্পচক্রে নিয়ে এলেন এক ভদ্রমহিলাকে। এর মধ্যেই নাকি তিন-চারটে গল্প যুগান্তর পত্রিকায় লিখে ফেলেছেন তিনি।

রোববার-রোববার পালা করে গল্পচক্র বসত এর-ওর বাড়িতে। বেশির ভাগ দিনই বসত এই গল্পচক্রের মূল উদ্যোক্তা রাধানাথ মণ্ডলের বাড়িতে। সে দিনও বসেছিল নাকতলার বাস্টি সিনেমার গা দিয়ে খানিকটা ঢুকে রাধানাথদার বাড়িতে। যত দূর মনে পড়ছে, সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন নবকুমার বসু, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দত্ত, শিবতোষ ঘোষ, কানাই কুন্ডু, শ্যামল মজুমদার-সহ আরও দু'-একজন।

সে দিনই প্রথম আলাপ হয়েছিল সুচিত্রাদির সঙ্গে। মানে কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ওটা সম্ভবত উনিশশো বিরাশি কি তিরাশি সাল। আমি তখন ইলেভেন কি টুয়েলভে পড়ি। সেই শুরু। তখন থেকেই উনি আমাকে স্নেহ করতেন।

কত দিন হয়েছে রবিবারের সকাল গল্প করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেছে। সুচিত্রাদির বাড়িতে খেয়েদেয়ে, দুপুরে ঘুমিয়ে ওখান থেকেই সোজা অফিসে চলে গেছি। ওটা ছিল আমার আর একটা বাড়ি।

সপরিবার কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে সুচিত্রাদির ভাই কুণালদা, স্বামী প্রদীপদা আর সুচিত্রাদি মিলে আমার যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, সে জন্য সেই জায়গাটা সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব বলে দিতেন। গত বার যখন বাড়ি থেকে ঠিক করে গেলাম, এ বার জঙ্গলে যাব। তখন ওদের পরামর্শেই জঙ্গল বাতিল করে সিমলা-কুলু- মানালি- অমৃতসর যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেললাম।

শুধু তা-ই নয়, শিবকালী এক্সপ্রেসে না গেলে যে পুরো ট্রিপটাই বৃথা, সেটা ওঁরাই প্রথম বলেছিলেন। পাশের ঘর থেকে কুণালদা এনে দিয়েছিলেন সুচিত্রাদির লেখা 'কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ' বইটি। সুচিত্রা বলেছিলেন, যাওয়ার আগে এটাএকটু পড়ে নিস।

মনে পড়ে গেল--- ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য আমি একবার একটু আর্থিক সংকটে পড়েছিলাম। তাই আমার অত্যন্ত কাছের একজন, এখানে আমি তাঁর নাম বলতে চাইছি না। যিনি সে বারই তাঁর একটি উপন্যাসের জন্য এক কোটি টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমার অত্যন্ত কাছের সেই মানুষটিকে বলেছিলাম, আমি আট লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক লোন নিতে চাই। আপনি যদি একটু গ্যারান্টার হন...

তিনি বলেছিলেন, আমার তো বয়স হয়েছে, কখন কী হয় বলা যায় না। পরে কোনও সমস্যা হলে আমার বউ বিপদে পড়বে...

এ কথা জানতে পেরেই সুচিত্রাদি বলেছিলেন, তুই আমাকে বলিসনি কেন? তোর কোনও চিন্তা নেই। আমি তোর গ্যারান্টার হব।

আমি চমকে উঠেছিলাম। কারণ আমি জানতাম, রাধানাথদার প্রকাশনা সংস্থা 'সংবাদ'-এর জন্য গ্যারান্টার হয়ে সুচিত্রাদি কী বিপদেই না পড়েছিলেন। তার পরেও...

না। সে যাত্রায় আমার আর ব্যাঙ্ক লোনের দরকার হয়নি। আমি লোনের জন্য চেষ্টা করছি লোক-মুখে শুনে আট লক্ষ নয়, আমার মা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে একটা কালো পলিপ্যাকে করে চুপিচুপি আমার হাতে ন'লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার মা ব্যাঙ্কে টাকা রাখায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল, যে কোনও দিন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে যেতে পারে। তাই বাড়িতে লোহার বড় সিন্দুক থাকলেও সেখানে নয়, আলমারিতে থাকা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে তিনি টাকা রাখতেন।

ছেলের যখন পৈতে হল, তখন তার কী মেনু হবে, শুধু তা-ই নয়, অতিথিদের কোন ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে দক্ষিণাপনের কোন দোকানের জলজিরার সরবত দিলে ভাল হয়, সেটাও ঠিক করে দিয়েছিলেন সুচিত্রাদি।

সুচিত্রাদি আর আমার যৌথ সম্পাদিত অনেকগুলো সংকলন আছে। শেষ যে সংকলনটি বেরিয়েছে, সেটার লেখক-সূচী নিয়ে সুচিত্রাদি আমার উপরে একটু উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। তাই আমিও কয়েক সপ্তাহ যাইনি। ফোনও করিনি।

হঠাৎ একদিন সক্কালবেলায় সুচিত্রাদির ফোন। দরকারের চেয়ে অ-দরকারেই ফোন করতেন বেশি। ক'দিন আগে বলেছিলেন, তোকে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি। একসেপ্ট করে নিস তো... তোর ফেসবুকে ক'টা ছবি পাঠাব।

নিউ বেঙ্গল প্রেস থেকে বেরোনো আমার '৫১ ছোটদের ছোটগল্প' বইটির কাজ তখন পুরোদমে চলছে। তখন ওদের মাদার কনসার্ন দেব সাহিত্য কুটিরের 'শুকতারা' আর 'নবকল্লোল' পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করার জন্য আমাকে খুবই ধরেছিলেন দেব লাইব্রেরির তখনকার সর্বময় কর্তা। আমি বলেছিলাম, সে আমি দেখতেই পারি। কিন্তু আমার মাথার উপরে একজনকে চাই।

উনি জানতে চেয়েছিলে, কাকে? আমি আর কারও নয়, সরাসরি সুচিত্রাদির কথা বলেছিলাম। ওঁরা রাজি হতেই, ওখানকার দায়িত্বে থাকা সুকুমারদাকে নিয়ে আমি একদিন সুচিত্রাদির বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথাবার্তাও মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরের সপ্তাহেই সুচিত্রাদি বললেন, না রে, থাক। কেন 'থাক' বললেন আমি জানতে চাইনি। কারণ, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে-মানুষটা শুধু লেখার জন্য ও রকম একটি চাকরি থেকে ভিআরএস নিয়ে নিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ওই একই কারণে 'থাক' বলেছেন।

কিন্তু সে সব তো মিটে গেছে। তা হলে এখন! তা হলে কি ওঁর রাগ পড়ে গেছে! আমি যখন ইতস্তত করছি, উনি বললেন — শুনলাম, কী হয়েছিল রে?

এ রকম যে কিছু শুনব, আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ, তার আগের দিনই আমার বাবা মারা গেছেন। কাউকেই বলিনি। এমনকী, আমার কোনও অফিস কলিগকেও না। একমাত্র ফোনে জানিয়েছিলাম আমার বস, মানে আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক এবং খেলাধুলো নিয়ে বই লেখার জন্য যিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়, সেই গৌতম ভট্টাচার্যকে। কিন্তু তিনি তো তখন বিদেশে। তা হলে উনি জানলেন কী করে!

মনে পড়ে গেল — সুচিত্রদি যখন বছর দশ-বারো আগে এই বাড়িতে উঠে এলেন, আমি বলেছিলাম, এ বার তা হলে তো আপনার ল্যান্ড নম্বরও পাল্টে যাবে।

উনি বলেছিলেন, না না। আমি এখানকার সবই নিয়ে যাচ্ছি। ফোনটাও।

আমি বলেছিলাম, সে হয়তো নিচ্ছেন। কিন্তু অন্য বাড়িতে গেলে তো ফোন নম্বরটাও পালটে যাবে।

উনি বলেছিলেন, না রে পাল্টাচ্ছে না। পাশেই তো... তাই নম্বরটাও একই থাকছে।

কিছু দিন আগে রাজহংসের মতো সাদা ধবধবে বিশাল গাড়িটা কেনার পরে যে-উৎসাহ নিয়ে উনি আমাকে নতুন গাড়িটা দেখিয়েছিলেন, তাতেই ধরা পড়েছিল, অত্যন্ত অল্পে খুশি হওয়া একটা আপাদমস্তক ভাল মানুষ।

ভাল না-হলে সর্বাধিক বিক্রিত একটি বিখ্যাত পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ছাপার কথা হয়ে যাওয়ার পরেও, ওঁর লেখা উপন্যাসটার জায়গায় যে লোকটা নানা কলকাঠি নেড়ে নিজের এক বন্ধুর উপন্যাস ছেপেছিলেন, গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত সেই লোকটাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু সেই বন্ধুটি শ্মশানে পর্যন্ত যাননি। সে দিন অন্য একটা জায়গায় তিনি গল্প পড়তে চলে গিয়েছিলেন। অথচ ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর শোনামাত্র শুধু সুচিত্রাদিই নন, তাঁর বাড়ির লোকরা ও সবাই মিলে রাতদুপুরে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন দিঘার উদ্দেশ্যে।

সারাক্ষণ ছিলেন ওই পরিবারের পাশে । পরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা গল্প লিখেছিলেন সুচিত্রাদি। এবং সে জন্য শুধু ওই বন্ধুটিই নন, ওঁর বন্ধুবান্ধবদেরও বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। ওঁরা কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবু সুচিত্রাদি নিজের জায়গায় স্থির থেকেছিলেন। কারও কাছে মাথা নত করেননি।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, সুচিত্রাদির উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল একটি ছোট্ট লিটিল ম্যাগাজিনে। পরে যেটা জনপ্রিয়তা এবং বিক্রির নিরিখে ইতিহাস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেই উপন্যাসটির নাম — আমি রাইকিশোরী।

ও পারে নয়, নতুন একটা ফ্ল্যাট দেখেছিলেন রেল লাইনের এ পারে। লিফট আছে। স্কোয়ার ফুটও ওই ফ্ল্যাটের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু দেখতে গিয়ে দেখা গেল, এটার স্কোয়ার ফুট বেশি হলেও আদতে জায়গাটা তুলনামূলক ভাবে ওই ফ্ল্যাটের চেয়ে অনেক কম। বোঝা গেল, শুধু সিঁড়ি বা আশপাশই নয়, আজকালকার প্রোমোটাররা স্পেস মাপার সময় আকাশ-টাকাশও ধরে নেয়।

না। শেষ পর্যন্ত ওই ফ্ল্যাট বাতিল করে দেন তিনি।

আমরা যখন সুচিত্রাদির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় পৌনে একটা। বসার ঘরে একটা সিটও ফাঁকা নেই। কোণের ঘরে ছিলেন প্রদীপদা, কুণালদারা। ঢুকেই দেখি সামনের ঘরে থম মেরে বসে আছে আমাদের আনন্দবাজারের দীর্ঘদিনের সহকর্মী সুচিত্রাদির বোনের মেয়ে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। বসে আছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বোন, গভরমেন্ট আর্ট কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী দিপালী ভট্টাচার্য। অঝোরে কাঁদছেন বাংলা ছায়াছবির নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁর পাশেইদু'জন চিত্রপরিচালক। এর মধ্যেই হাজির হয়ে গেছে এবিপি আনন্দ, ২৪ ঘণ্টা-সহ বেশ কয়েকটি ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়া।

আমি আর আমার ছেলে সেখানে গিয়ে বসলাম। কতক্ষণ ছিলাম মনে নেই। কত কথা, কত স্মৃতি বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি বুঝি ডুকরে কেঁদে উঠব। ঠিক তখনই কুণালদা এসে বললেন, সিদ্ধার্থ, মেয়ে না আসা পর্যন্ত তো কিছু হবে না। মনে হয় বেরোতে বেরোতে কাল বেলা দশটা-এগারোটা হয়ে যাবে। কতক্ষণ আর বসে থাকবি! যা বাড়ি গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে আয়।

আমরা আর আমার ছেলে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। তখনও সকালের আলো ফোটেনি। কিন্তু বেরোলেই কি বেরিয়ে আসা যায়! এই পৃথিবীতে আসার পর কিছু কিছু সম্পর্ক এমন গভীর ভাবে গড়ে ওঠে, যা রক্তের সম্পর্ককেও ম্লান করে দেয়। ছাপিয়ে ওঠে। আর সেটা যে কতখানি নিবিড় তা বুঝি পাশ থেকে সরে না-গেলে টেরই পাওয়া যায় না। ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর সেই সম্পর্কটাই যেন আজও লতাগুল্ম হয়ে পায়ে পায়ে জড়ায়।

আনন্দকথা

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
প্রথম পরিচ্ছেদ
কালীবাড়ি ও উদ্যান

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক —সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রানী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা — এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋত্বিক রোশন

১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক বাসু চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কে জে যেশুদাসের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঋত্বিক রোশনের জন্মদিন।*

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি
শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো-নবদ্বীপ, জেলা-নদিয়া
পিন : ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ) ফোন : (০৩৪৭২) ২৪০-৩৪৭
স্থাপিত : ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২- তারিখ ২৬.১১.১৯২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি.পব ১৪/২০০৯-১০

পরিশিষ্ট - ৪ {রুল ৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
এ/সি নং - ০১২২০০০৩৩৬০১ (টিএল)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি., নবদ্বীপ, নদিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (দ্বিতীয়) (২০০২ এর অর্ডার ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **১৬.০২.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : বণিক এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. সুবীর বণিক, পিতা প্রয়াত পরীক্ষিত বণিক, রানির চড়া রোড (দক্ষিণ) পো. এবং থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৬৩,০৫৩.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ তেষট্টি হাজার তিপান্ন টাকা) টাকা ৩১.১২.২০২২ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৯ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি., নবদ্বীপ, নদিয়া নিকট পরিমাণ **২৫, ৬৩,০৫৩.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ তেষট্টি হাজার তিপান্ন টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জমি এবং ভবন পরিমাণ ১.৭৭৫ শতক এবং ১.২২৫ শতক সমান সমান ৩ শতক, স্বত্বাধিকারী সুবীর বণিক, পিতা প্রয়াত পরীক্ষিৎ বণিক, খতিয়ান নং : সিএস ১০৬৯, আরএস -১২১৯৯, এলআর -২৮০৭৪, ২৮২১১, হাল-৩০১৯৬, দাগ (প্লট) নং আরএস ১২৭/৮০১৫, এলআর ৬৮৫, মৌজা-২০, নবদ্বীপ। দলিল নং : ১-২২৬৬-২০১৮ সালের।

তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নবদ্বীপ — দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

দোষী সাব্যস্ত হলে শাহজাহান সাজা পাক, দাবি ছোট ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেজাট থানার আকুঞ্জিপারা এখন খবরের শিরোনামে। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা বেতাজবাদশা শেখ শাহজাহান কোথায়? চারদিন কেটে যাওয়ার পরেও সে অধরা। শেখ শাহাজাহানের মোবাইল সুইচ বন্ধ। তার ভাই শেখ আলমগীর সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি বলেন, 'আমাদের পরিবার ভয় তটস্থ হয়ে রয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে, স্কুল যেতে ভয় পাচ্ছে। এমনকী গৃহ শিক্ষকরা বাড়িতে আসছেন না। সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের পরিবার।' তিনি বলেন, 'বারবার বলা হচ্ছে শেখ শাহাজান বাংলাদেশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পাহারা দিচ্ছে সীমান্ত, তারা থাকতে সীমান্ত পেরিয়ে কীভাবে বাংলাদেশ যাবে? আবার কখনও বলা হচ্ছে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভাত খাওয়া-দাওয়া করছে দাদা। সে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মোবাইল ফোনে মেসেজ আসছে। তাহলে তারাই তো সব জানে আমরা কী করে বলবো শেখ শাহাজাহান কোথায় আছে।' তৃণমূল যুব নেতা ভাইয়ের কথায়, 'যেসব রেশন দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে আদও শেখ শাহাজান তার সঙ্গে জড়িত নন। এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মৎস্য চাষের ওপর নির্ভরশীল। আমরা মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। যেসব দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে সবই ভিত্তিহীন।'

গোরুর গুঁতো ও খুরের আঘাতে বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগে পালিত গোরুর গুঁতো ও খুরের আঘাতে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম গোপাল রায় (৬৭)। বাড়ি মায়াপুর -২ পঞ্চায়েতের কুলবেয়ারা গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। ন্যাচারাল ব্রিডিং করাতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বর্তমান পশু প্রজননে আর্টিফিশিয়াল ইনসিমেনেশন প্রক্রিয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও পুরনো প্রথায় গ্রামীণ এলাকায় এখনও ন্যাচারাল ব্রিডিং করা হয়। এদিন সকালে ব্রিডিং করানো হচ্ছিল। সেইসময় পালিত বকনা গোরুটি খেপে গিয়ে বৃদ্ধকে গুঁতো মেরে জমিতে ফেলে দেয়। পায়ের খুর দিয়ে বুকে আঘাত করতে থাকে। মাথা দিয়ে শরীরটাকে ঘষটে কিছুদূর নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে গোরুটিকে সরিয়ে দেন। গুরুতর আহত ওই বৃদ্ধকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত্যু হয়েছে বলে জানান। এই ঘটনায় কুলবেয়ারা গ্রামের পূর্ব পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতের ছেলে সুরজিৎ রায় বলেন, 'প্রতিদিনের মতো বাবা গোরুটিকে সকালে বাড়ির সামনে বেঁধে রেখেছিলেন। ব্রিডিং করানো হচ্ছিল। সেইসময় গোরুটি বাবাকে আঘাত করে। চাষাবাসের সঙ্গে ব্রিডিংয়ের কাজ করতেন। এইরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। শান্ত গোরুটি যে ভাবে বাবাকে আক্রমণ করেছে, তা আমাদের কাছেও খুব বিস্ময়ের।' স্থানীয় বাসিন্দা দীপা সিং বলেন, 'আমার গোরুটিকে মাঠে বাঁধতে গিয়েছিলাম। চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে যায়। গোরুটি বুকে খুর দিয়ে আঘাত করছিল ও মাথা দিয়ে শরীরটাকে ঘষটাচ্ছিল। কঞ্চি, লাঠির বাড়ি মেরে গোরুটিকে সরানো হয়। গোরুর এমন রোষ আগে দেখেনি। এই ঘটনায় খুব অবাক হয়ে গিয়েছি।' ভেটেরিনারি চিকিৎসক ড. তাপস ধারা ন্যাচারাল ব্রিডিংয়ের সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহপালিত পশুরাও এই সময়ে আক্রামণাত্মক আচরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সেই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। সতর্ক থাকলে হয়তো এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না।

মহাসমারোহে চলছে দুবরাজপুর সেজুতির তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিজয়িনী নাট্য সমারোহ অনুষ্ঠান। শনিবার যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় এই উৎসবে জীবন কীর্তি সম্মাননা প্রদান করা হয় নাট্যকার নির্দেশক থিয়েটার অভিযানের প্রাণপুরুষ সুবিমল দাস কে। নাট্যদল সেজুতির কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তী বলেন তৃতীয় বর্ষে মোট বারোটি নাট্য দল অংশগ্রহণ করেছেন আগামী দিনে এ ধরনের নাট্য উৎসব দুবরাজপুরের প্রতিটি ওয়ার্ডে করার উদ্যোগ তারা নিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির সহায়তায় সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে শেষ হলো আনন পৌষালী নাট্য উৎসব। আননের পক্ষে স্বপন কুমার রায় বলেন সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে নাট্য উৎসবে ক্ষেত্রের বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি লেটো সম্রাট হরকুমার গুপ্ত আনন সম্মাননা তুলে দেন লোকশিল্পী রতন কাহারকে। এই উৎসবে মঞ্চস্থ হয় বহরমপুর যুগাগ্নির নাটক আপনজন এবং দুবরাজপুর একলব্যর নাটক বুনো হাঁস।

কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন বর্ধমান সাংস্কৃতিক লোক মঞ্চে উপস্থিত রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলার ওয়ার্কিং সভাপতি বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য সহ জেলা নেতৃত্ব সভা পরিচালনা করেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভা নেত্রী শিখা দত্ত সেনগুপ্ত। প্রসেনজিৎ দাস মুখপাত্র রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bank of India BOI — Relationship Beyond Banking
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট F
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রানাঘাট শাখার অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৪.১১.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী শুভেন্দু মৈত্র (স্বত্বা. উৎসব রেডিমেড গারমেন্টস)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,৫৯,৪১৪.৭৯ টাকা এবং ইউসিআই (এগার লাখ উনষাট হাজার চারশ চোদ্দ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৯ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রানাঘাট শাখার** নিকট বকেয়া **১১,৫৯,৪১৪.৭৯ টাকা এবং ইউসিআই (এগার লাখ উনষাট হাজার চারশ চোদ্দ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ ২.৫ ডেসিমেল, জেএল নং ১৫৫, মৌজা- রানাঘাট, আরএস দাগ নং ১৮৬৫, এলআর দাগ নং ৫৪১৮, খতিয়ান নং আরএস নং ৫৮১৩, ৪৮০২, ৪৮০৭, ৫৩৭০, ৫৩৭১ এবং এলআর নং ৮২৮৬/১, হোল্ডিং নং : ৩৩ (৬৪), ওয়ার্ড নং ৬, রানাঘাট পুরসভা অধীন, পো এবং থানা- রানাঘাট, পিন - ৭৪১২০১, রেজিস্ট্রিকৃত সাব-ডিস্ট্রিক্ট রানাঘাট এবং জেলা-নদিয়া। চৌহদ্দি : উত্তরে : মমতা নাথের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সুবীর মিত্রর সম্পত্তি, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি বর্তমানে অমল মিত্রর সম্পত্তি।

তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ — **স্বা/- চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : রানাঘাট — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - IV (পরিশিষ্ট III)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
শিমুরালি ব্রাঞ্চ
চান্দুরিয়া পঞ্চায়েত রোড, গ্রাম - শিমুরালি, পো. চান্দুরিয়া
থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৬.০৯.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স এ এস এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা. সাকিল আহমেদ মিঞা)** গ্রাম - নওদা দুর্গাপুর, পো. চাকদহ, থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ এবং **ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : সাকিল আহমেদ মিঞা,** পিতা সাহাদুল মিঞা, গ্রাম - নওদা দুর্গাপুর, পো. চাকদহ, থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **ক্যাশ ক্রেডিট লোন (এ/সি নং ৫০৪৯৪৭৮৯৯৬২) এবং টার্ম লোন (এ/সি নং ৫০৫১৮৯৫৫৮৩৭, ৫৮০০০৯২১৪৩১ এবং ৭১১১৬৩১৮১৬) শিমুরালি শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,৯৭,৪১৮.৩২ টাকা** (ষোলো লাখ সাতানব্বই হাজার চারশ আঠার টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৯ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কএর নিকট বকেয়া **১৬,৯৭,৪১৮.৩২ টাকা** (ষোলো লাখ সাতানব্বই হাজার চারশ আঠার টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা **১৪.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ ০.২৫৬৭ ডেসিমেল (১১২ বর্গফুট) সাকিল আহমেদ মিঞা, পিতা সাহাদুল মিঞার নামে অবস্থিত জেএল নং ৩৫, মৌজা- পালপাড়া, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৫, আরএস খতিয়ান নং ১০৭, সাবেক এলআর খতিয়ান নং ১৭৩, ১৮৪, এবং ৩২, হাল এলআর ২৬০০, চাকদহ পুরসভা অধীন অবস্থিত সুখসাগর রোড, সড়ডাঙ্গা মোড়, পো-চাকদহ, থানা-চাকদহ, জেলা-নদিয়া,পিন- ৭৪১২২২, এডিএসআরও -চাকদহ, দান দলিল নং ৬৯০৪/২০১৮ -২০১৮ সালের তারিখ ১৮.০৯.২০১৮ , রেজিস্ট্রিকৃত -এডিএসআর-নদিয়া, বুক নং : ১, ভল্যুম নং ১৩০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১২৩৯১ থেকে ১২৪০০৬ । **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : কল্পনা রানি সমাজদারের দোকান, পূর্বে : কল্পণা রানি সমাজদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সুখসাগর রোড।

তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : শিমুরালি — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই বিনোনগর এসএবি (০৮৮৫৯)
গ্রাম - বিনোনগর, পো. বিনোনগর
জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৫৫
ইমেল : .sbi.08859@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV { রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২২.০৫.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **মহীউদ্দিন বিশ্বাস পিতা আবদুল গনি বিশ্বাসকে গ্রাম : কাঁঠালিয়া, পো : নন্দনপুর, থানা : করিমপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৬৫ পশ্চিমবঙ্গ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১. এ/সি নং ৩৪৮১৫২১৫০৫৬ (সিসি), ৯,৮০, ৬৬৩.৬৫ টাকা(নয় লাখ আশি হাজার ছয়শো তেষট্টি টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) টাকা ২. এ/সি নং ৪৫৪৫০৫৬৪৭৮২ (জিইসিএল), ৩,৫৩,৭০৬.৯৬ টাকা (তিন লাখ তিপ্পান্ন হাজার সাতশো ছয় টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা, ৩. এ/সি নং ৩৯৫৮৩৫১৯৩০৮ (এফআইটিএল) ১,১৩,১৪৬.৬৪ টাকা (এক লাখ তেরো হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা এবং চৌঁষট্টি পয়সা) টাকা মোট র ১৪,৪৭,৫১৭.২৫ টাকা (চৌদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশোসতেরো টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ১৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী এবং ১৭.০৫.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া **১৪,৪৭,৫১৭.২৫ টাকা (চৌদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সতেরো টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ১৬.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৭.০৫.২০২৩** থেকে সুদ, শুল্ক ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্বাধিকারী : মহীউদ্দিন বিশ্বাস পিতা আবদুল গনি বিশ্বাস, গ্রাম : কাঁঠালিয়া, পো নন্দনপুর, থানা-করিমপুর, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ,
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ০.২১ শতক জমি এবং ভবন মৌজা ৫৫ কাঁঠালিয়া, জেএল নং ৫৫, হাল এলআর খতিয়ান নং ১৬৪৯/১, প্লট নং আরএস এবং এলআর নং ১৮০৫, কাঁঠালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দলিল নং ০৭৫৪৩-২০১১ সালের, নন্দনপুর, থানা-করিমপুর, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ০৮.০১.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বিনোনগর, নদিয়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

UCO BANK — ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি, দ্বিতীয় তল, কলকাতা -৭০০০২০
লকার ভেঙ্গে খোলার নোটিশ

যেহেতু ইউকো ব্যাঙ্ক সেফ ডিপোজিট ভল্ট (লকার) সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীকে ভাড়া দিয়েছে যা নীচের টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে। লকার ভাড়াকারীরা ভাড়া পরিশোধ করেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে ভাড়া বকেয়া আছে। ব্যাঙ্ক ভাড়া পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীকে তিনটি নোটিশ জারি করেছে কিন্তু এখনও ভাড়া জমা করা হয়নি।

ক্র. নং.	শাখার নাম সহ এসওএল	লকার নং	লকার ভাড়াকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ টা.	যখন থেকে বকেয়া
১.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	GA0002	মিসেস কুলবিন্দর কৌর এবং শ্রী মিটনাজ সিং ওয়ালিয়া	৭,২৮৭/-	২২/০৯/২০০৯
২.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	GA008	এস কে মুজাফফর রহমান এবং শ্রীমতী সলমা খাতুন	৭,২৮৭/-	২৫/০৮/২০০৯
৩.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	GA0049	রোনাল্ড রবার্টসন এবং মারিয়া রবার্টস	৭,৫৮৬/-	০৫/০২/২০১০
৪.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	GA050	মঞ্জুলা ভৌমিক ও প্রতীক ভমিক	৩,৯৯০/-	২৪/০৪/২০১৫
৫.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	GA0061	শ্রীমতী মালা চাওলা ও অতীল চাওলা এবং স্নেহা চাওলা	১১,৭৭৮/-	১২/১০/২০১৩
৬.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	GA0135	চন্দ্র বি বেলানী ও চম্পা বি বেলানী	৪,০৭৬/-	১০/১২/২০১২
৭.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	JA0020	অনুরাধা চৌধুরী ও মধুমিতা আচার্য চৌধুরী	৬,১১৪/-	১০/০৫/২০১১
৮.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	JC0063	শীলা এস সিপাহিমালানি এবং সুরেশ এস সিপাহিমালানি	১৫,৬৭৩/-	৩০/০৮/২০১২
৯.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	KC0012	শ্রী দেবাশীষ মজুমদার	২৪,৯৩৭/-	২৪/০১/২০১০
১০.	রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড (০২১৮)	KC0113	মহঃ শহীদ	২,৬২২/-	১২/০৭/২০১১
১১.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	AA005	মীরা চ্যাটার্জি	২০,৩৫৬/-	১৩/০৫/২০২১
১২.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	BA050	কমলেশ সিং	১৯,৪৭০/-	১৩/০৫/২০২১
১৩.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	BA071	সোমনাথ বসু	২১,৮১২/-	১৩/০৫/২০২১
১৪.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	BA033	শ্রীমন্তী মুখোপাধ্যায়	১০,৩০৫৯/-	১৩/০৫/২০২১
১৫.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	CA002	উজ্জ্বল কুমার সিং	১৯,৬৩৭/-	১৩/০৫/২০২১
১৬.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	CA020	উমা গুপ্তা	৩২,৫৭৮/-	১৩/০৫/২০২১
১৭.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	CA021	উমা গুপ্তা		১৩/০৫/২০২১
১৮.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	CA034	অরুন্ধতী সাহা	৩৫,২৬৭/-	১৩/০৫/২০২১
১৯.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	CA035	অরুন্ধতী সাহা		১৩/০৫/২০২১
২০.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	CA050	সত্য মাতা	২১,৪৫১/-	১৩/০৫/২০২১
২১.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	DA093	রিনা সরকার	১৯,২৬৭/-	১৩/০৫/২০২১
২২.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	DA120	সাইলেন মুখার্জি	১৯,৫১০/-	১৩/০৫/২০২১
২৩.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	DA124	স্মৃতি লোহিয়া	২৩,৭২০/-	১৩/০৫/২০২১
২৪.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	FA079	অঞ্জনা রায়	১৫,৮২৪/-	১৩/০৫/২০২১
২৫.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	FA094	বিমলা সরফ	১৪,৪৩৩/-	১৩/০৫/২০২১
২৬.	বালিগঞ্জ সার্কুলার (০৮৩৭)	FA142	গৌতম দাশগুপ্ত	১৭,৫৩২/-	১৩/০৫/২০২১
২৭.	শ্যামবাজার (০৫৩০)	AA046	সন্ধ্যা রায় চৌধুরী	১৪,৬৯৯/-	২০.১০.২০১৮
২৮.	শ্যামবাজার (০৫৩০)	AA050	শ্রাবণী দেবনাথ	২১,৫২৬/-	১৫.০২.২০১৬
২৯.	শ্যামবাজার (০৫৩০)	AA065	দিপালী দে, জিতেন্দ্র কুমার দে এবং সায়েশ কুমার	১২,১৯৪/-	১৫.০৩.২০১৮
৩০.	শ্যামবাজার (০৫৩০)	BA127	প্রদীপ কুমার ঘোষ ও আরতি ঘোষ	১৫,২৫১/-	২৭.০১.২০১৫
৩১.	শ্যামবাজার(০৫৩০)	BA154	শান্তি কর্মকার এবং লোকনাথ কর্মকার	১৭,৫০১/-	০৪.০৩.২০১৩
৩২.	শ্যামবাজার (০৫৩০)	BA164	জগন্নাথ চক্রবর্তী	৯,১৫০/-	২২.১২.২০১৯
৩৩.	শ্যামবাজার (০৫৩০)	CA208	যশদা শ'	১৫,৭০৭/-	২৭ ০৭.২০০০

লকার ভাড়াকারীদের এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে যদি উপরে উল্লিখিত লকারের ভাড়া ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক না পায়, তাহলে ভাড়ার দলিলের ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীর ঝুঁকি এবং খরচে লকারটি ভেঙ্গে খুলে দেওয়া হবে এবং লকারের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সরকারি বা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করে ব্যাঙ্ক তার পাওনা আদায় করবে, ব্যাঙ্কের বকেয়া সন্তুষ্ট হওয়ার পরে যে কোনও পরিমাণ এবং/অথবা লকারের যে সমস্ত বিষয়বস্তু অবশিষ্ট থাকবে তা সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের হাতে থাকবে সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীর, ঝুঁকিতে দায়িত্ব এবং খরচে । যদি, এই ধরনের বিক্রয়ের আয় ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য অপর্যাপ্ত হয়, লকার ভাড়াকারী ঘাটতির জন্য দায়ী থাকবে।

তারিখ: ১০.০১.২০২৪, স্থান: কলকাতা — **জোনাল অফিস, কলকাতা**

নিদর্শ এ
গণঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশনস্ ৬ অধীনে (ইনসলভেন্সি রেজুলেশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস্, ২০১৬)
বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড -এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সংস্থা হওয়ার তারিখ	২৯/১০/১৯৯১
৩.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সংস্থা/নিবন্ধভুক্তি যে কর্তৃপক্ষ অধীনে	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট পরিচিত নম্বর / সীমায়িত দায়বদ্ধতা পরিচিতি নং.	U51109WB1991PTC053442
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধভুক্ত দপ্তর এবং মুখ্য দপ্তর (যদি থাকে)-এর ঠিকানা	হোল্ডিং নং- ৪০৮ ও.বি. রোড ওয়ার্ড নং ৬, পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলী পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১২৬০১
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	০৮/০১/২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	০৬/০৭/২০২৪
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কর্মরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অভিষেক গুপ্তা আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
৯.	পর্ষদের কাছে নিবন্ধভুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেল	সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১ avishek@optimusresolution.net
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্তগ্রহণকারী প্রফেশনালদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা এবং ই-মেল	সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১ cirp.bcfl@gmail.com
১১.	দাবি জমাকরণের শেষ তারিখ	২২/০১/২০২৪
১২.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সেকশন ২১-এর সাব-সেকশন (৬এ)-এর ক্লজ (বি) অধীনে	তারিখ পর্যন্ত তথ্য নেই
১৩.	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত, কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	তারিখ পর্যন্ত তথ্য নেই
১৪.	(ক) সংশ্লিষ্ট নিদর্শসমূহ এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিশদ পাওয়া যাবে:	প্রাসঙ্গিক ফর্ম https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড -এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু ঘোষণা করেছে ০৮/০১/২০২৪ তারিখে।
বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড -এর পাওনাদারদের এতদ্দ্বারা ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা দিতে বলা হয় ২২/০১/২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে, দফা ১০ -এ উল্লিখিত ঠিকানায়।
আর্থিক পাওনাদারগণকে তাঁদের দাবি প্রমাণক শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জমা করতে হবে। অন্যান্য সকল পাওনাদারগণ তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করতে পারবেন ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে।
দাবির মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর প্রমাণক জরিমানা আকর্ষণ করতে পারে।

স্বা/-
শ্রী অভিষেক গুপ্তা
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
এএফএ ২০.১১.২৪ পর্যন্ত বৈধ

তারিখ : ০৯-০১-২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ৩১.০১.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : **শ্রী হেলাল শেখ,** পিতা প্রয়াত পাঁচকড়ি শেখ, গ্রাম - ধনীগ্রাম, পো-নোনাডাঙ্গা, থানা-খরগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪১ ২) জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : **শ্রী বেলাল শেখ,** পিতা প্রয়াত পাঁচকড়ি শেখ, গ্রাম - ধনীগ্রাম, পো-নোনাডাঙ্গা, থানা-খরগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪১ ৩) জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা: **শ্রী দুলাল শেখ,** পিতা প্রয়াত পাঁচকড়ি শেখ, গ্রাম - ধনীগ্রাম, পো-নোনাডাঙ্গা, থানা-খরগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪১ খ) পাঁচগ্রাম শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ মৌজা- ধনীগ্রাম, জেএল নং ১১, এলআর খতিয়ান নং ১১৮৪, এলআর প্লট নং ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৭, এবং ১১৫৫/০১, এরিয়া জমির ৩.২০ ডেসিমেল অবস্থিত ধনীগ্রাম, পো- নোনাডাঙ্গা, থানা- খরগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি- ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৬৫৫১ তারিখ : ২৯.০৮.১৯৮৯ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-খরগ্রাম, **সম্পত্তি দুলাল শেখ, বেলাল শেখ, এবং হেলাল শেখ সকলেই প্রয়াত পাঁচকড়ি শেখের পুত্র এর নামে, সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এস প্রামাণিকের সম্পত্তি, দক্ষিণে: মোড়াম রোড, পূর্বে : জালাল শেখের ভবন, পশ্চিমে : দুলাল শেখ এর জমি সমন্বিত।	**২১,০৬,৯৮৯.৭৫ টাকা** (একুশ লাখ ছয় হাজার নশো উননব্বই টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ১৪,৬৪,২৫১.৬৬ টাকা + ৬,৪২, ৭৩৮.০৯ টাকা) **০৮.০১.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৮.০০ লাখ টাকা (*) (আট লাখ টাকা) খ) ০.৮০ লাখ টাকা (আশি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB30007430251 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি** **স্বত্বা : কামাল হাসান** গ্রাম - নিধিয়া, পো- উজিরপুর, থানা- নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৭ ২) স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : কামাল হাসান পিতা কাবেজ শেখ, গ্রাম - নিধিয়া, পো- উজিরপুর, থানা- নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৭ খ) পাঁচগ্রাম শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ **শ্রী কামাল হাসানের** নামে, মৌজা- আশুরিয়া, জেএল নং ১৩২, এলআর খতিয়ান নং ২১৮৩, এলআর প্লট নং ১৫৩৬, জমির এরিয়া ২০ ডেসিমেল, গ্রাম -নিধিয়া, পো- উজিরপুর, থানা-নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি- বাস্তু, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১৬৪৭ তারিখ : ১৪.০২.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-নলহাটি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কাবেজ শেখের জমি, দক্ষিণে : ভেলু শেখের জমি, পূর্বে : বলদেবের জমি, পশ্চিমে : রাজ্য হাইওয়ে সমন্বিত।	**৫৪,৬৫,৫৬৫.৩৪ টাকা** (চুয়ান্ন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশ পঁয়ষট্টি টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ৪০,৪৬, ১১৪.০৭ টাকা + ১৪,১৯, ৪৫১.২৭ টাকা) **০৮.০১.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৫০.০০ লাখ টাকা (*) (পঞ্চাশ লাখ টাকা) খ) ৫.০০ লাখ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB30401703017 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ৩১.০১.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০ ৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : বহরমপুর — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪
ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ২৫.০১.২০২৪ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) সালের অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাব রুল ৫ এবং ৬ সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
শাখা : দমদম অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী অনিল বিয়ানী (ঋণগ্রহীতা)** **শ্রীমতি পুনম বিয়ানী (সহ-ঋণগ্রহীতা),** ঠিকানা : ২০/১ জে এন তিওয়ারি রোড, দমদম, কলকাতা- ৭০০০২৮	একটি বসবাসের ফ্ল্যাট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬২৫ বর্গফুট (কমবেশি), ফ্ল্যাট নং -৩সি, দক্ষিণ দিকে ৪র্থতলে, জি-৩ তলা "মোহিনী মোহন অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৪, ঈশ্বর গুপ্ত রোড, মৌজা- দিগলা, জেএল নং -১৮, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং -১৬১, খতিয়ান নং ১৫৩, দাগ নং ৯৭৫১১৪৫, নথিভুক্ত ৯৭৫৪৪৯৯ অনুযায়ী, থানা-দমদম, এডিএসআর কাশীপুর অধিক্ষেত্রে, দমদম ওয়ার্ড নং ৭, কলকাতা- ৭০০০২৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৫ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে:** অমিয় ভূষণ ঘোষের ভবন, **পূর্বে :** শুক্লার ভবন, **পশ্চিমে :** অরুণ মল্লিকের ভবন সমন্বিত।	**১৫,০১,৫৩২.৬৫ টাকা এবং** ৩১.০৩.২০২১ থেকে অধার্য সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর আরও সুদ এবং চার্জ	১২.০৪.২০২১ এবং ২৫.০৫.২০২৩ (স্বত্ব দখলীকৃত)	**১৬,২৫,০০০ টাকা এবং ১,৬২,৫০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi.index.jsp -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.০১.২০২৪ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ৪২০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ১৯.০১.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi/index.jsp -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রীমতি কুমারি শিল্পী (+৯১৯০৩১১৫৭৬৩৬) অথবা শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১৮২৪৯৩২৮৫৪৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **"যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) মেসার্স এমএসটিসি দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২২.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**
(৮) **সফল দরদাতার বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবতী বিড মানি ডিপোজিট কোনো সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইএমডি হিসাবে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% সহ) অবিলম্বে পরের কার্যদিবসে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দরপত্রের মূল্য গ্রহণের পরে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের ভারসাম্য প্রদেয় হবে। অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ তম দিনে বা তার আগে (ব্যাঙ্কিং চলাকালীন) বা শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়কাল, যে কোনও ক্ষেত্রেই তারিখ থেকে ৯০ দিনের পরে নয় সম্পত্তি বিক্রয়। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতা কর্তৃক ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনার স্বাধীনতায় থাকবে।**
(৯) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১০) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**
(১১) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১২) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ/পনেরো দিনের নোটিশ।
(১৩) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : https://www.bankofindia.co.in।

তারিখ: ১০.০১.২০২৪ — **স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

তৃণমূলের নেতার মদতে জলাশয় ভরাট, দোকান নির্মাণের অভিযোগে সরব জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বেআইনি ভাবে জলাশয় ভরাট করে তার ওপর দোকানঘর নির্মাণের অভিযোগে সরব হলেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, জোরপূর্বক পয়সা খেয়ে তৃণমূলের নেতা এবং পঞ্চায়েত সদস্য ওই নয়ানজুলি বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। যদিও পুরো অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল নেতা এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। পুলিশ আপাতত কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

মঙ্গলবার এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কালনা কাটোয়া এসটিকেকে রোডের পাণ্ডুয়া মোড়ে পথ অবরোধে সামিল হন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার সকালে কালনা থানার অন্তর্গত আরএমসি মার্কেট সংলগ্ন নয়ানজুলিতে বেআইনি ভাবে মাটি ভরাট করে দোকানঘর তৈরির অভিযোগ তুলে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে ওই রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে। বিষয়টি খ তিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠিয়ে নেন গ্রামবাসীরা।

এরপরই ওই জায়গা পুলিশ পরিদর্শন করতে গেলে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে পুলিশের সামনেই সংঘর্ষ শুরু হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় গ্রামবাসী এবং বিজেপির কর্মীদের অভিযোগ, জিউধারার উত্তর-পূর্ব দিকে আরএমসি মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় থাকা নয়ানজুলি দিয়ে জিউধারা, রামকৃষ্ণপল্লি ও কালনা শহরের জল নিষ্কাশন হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুবোধ মধুর মদতে ওই এলাকার জায়গা দখল করে দোকানঘর তৈরি করছেন কয়েকজন। এর ফলে নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষতি হবে। জল জমে যাবে। সমস্যায় পড়বেন সকলেই। এই বিষয় নিয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সোমবার কালনা থানা বিএলআরও অফিস কালনা দু' নম্বর ব্লকে অভিযোগ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে কালনা থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করেন বলে দাবি।

আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল অযোধ্যা পাহাড় এলাকায়। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের বিদ্যাজারা গ্রামে।

সূত্র মারফত জানা যায়, ওই দিন বিদ্যাজারা গ্রামের নাবালিকা নিজ বাড়ির গবাদি পশুচারণে গ্রামের অদূরের জঙ্গলে যায়। সেখানে একটি মোটর সাইকেলে চেপে তিনজন যুবক পৌঁছে, নাবালিকাকে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে বাঘমুণ্ডি থানায় অভিযোগ করে নাবালিকার পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতেই তিন যুবকের বাড়ি থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা হল ঝাড়খণ্ডের নিমডি থানার ঝিমরি গ্রামের বাসিন্দা মন্টু মাহাতো, বাঘমুণ্ডি থানার ভুচুংডি গ্রামের রাহুল পরামানিক, বাঘমুণ্ডির শ্রীরামপুরের বাসিন্দা যুবরাজ মাহাতো। মঙ্গলবার তাদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মাদ্রাসা পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের পরিচালিত আসন্ন হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষা-২০২৪ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত প্রশাসনিক ভবনে। প্রতি বছরের মতো এবারও মাদ্রাসা পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত সেক্টর এবং জেলার মাদ্রাসাগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৈঠক করেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডাঃ আবু তাহের কামরুদ্দিন। পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'পরীক্ষা সম্পর্কিত ব্যবস্থায় জড়িত প্রতিটি বিভাগকে জানানো হয়েছে পরীক্ষার দিনগুলোতে সবরকমের বন্দোবস্ত করার। কোনও শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং সে যদি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে পরীক্ষা দিতে চায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার।' আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন একেএম ফারহাদ, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) দিব্যা লোগানাথন, জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক পূর্ণিমা দে, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের উপসচিব ডঃ আজিজার রহমান, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) কৌশিক রায়, জেলা সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মাদ্রাসা ইন ইনচার্জ মৌসুমী সরকার, বারাসত পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট মানস কুমার মাইতি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য তথা বোর্ড সদস্যরা। প্রসঙ্গত, এবছর মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হচ্ছে ১৭ ফেব্রুয়ারি।

পরিবেশ বান্ধব 'এক্সোটিকা' অ্যাচিভার্স মিট দিঘায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: দিঘা উইলোউড্ কেমিক্যালস লিমিটেডের পক্ষ থেকে 'এক্সোটিকা' অ্যাচিভার্স মিট হল দিঘায়। ২০২৩ সালের সাফল্যর ওপর ভিত্তি করে নতুন বছরে এই 'এক্সোটিকা' অ্যাচিভার্স মিট। সোমবার ও মঙ্গলবার দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার প্রায় ২০০ বিক্রেতা। যাঁরা পরিবেশ বান্ধব এই দানাদার 'এক্সোটিকা' কীটনাশককে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন।

পাশাপাশি যে সব বিক্রেতারা 'এক্সোটিকা'কে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ভালো পারফরম্যান্স করেছেন তাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে উইলোউড্ কেমিক্যালস লিমিটেড। দানাদার কীটনাশক 'এক্সোটিকা'র সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উইলোউড্ কেমিক্যালস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার তথাগত সান্যাল, পশ্চিমবঙ্গের রিজিওন্যাল ম্যানেজার শান্তনু পন্ডা, পূর্ব ভারতের মার্কেটিং ম্যানেজার উজ্জ্বল গুহ প্রমুখ।

এই দানাদার কীটনাশক প্রস্তুতকারক সংস্থার দাবি, বাজারে মাজরা পোকা পাতামোড়া লাল কৃমি ভেঁপু সহ বিভিন্ন কীট রোধ

করার জন্য যে সমস্ত কীটনাশক রয়েছে, তাদের থেকে ভালো কাজ দেয় এই 'এক্সোটিকা' দানাদার কীটনাশক। এটি ক্যাপসুলেটেড প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদি সুরক্ষা দেয়। নীল ত্রিভুজ মার্কা কীটনাশক তাই পরিবেশে ক্ষতি করে না। এছাড়া দামও সামর্থ্যের মধ্যে হওয়ায় সহজেই কৃষকদের মন জয় করতে পেরেছে এই কীটনাশক।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৯.০১.২০২৪ এবং ৩১.০১.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০১.২০২৪ (গ্রিমন্ট প্রকল্পর জন্য) | ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩১.০১.২০২৪ (সুপার মার্বেল, শ্রী পঙ্কজ মাল্লা, অশোক ট্রেডার্স, ওশিয়ান কমোট্রেড-এর জন্য)
সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটি ডাকের জন্য

প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : সুপার মার্বেল স্টোন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি., এনএইচ-৬, তেনপুর, বাগানান, হাওড়া-৭১১৩০৩। **১). শ্রী সুব্রত গুছাইত (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা),** পিতা সন্তোষ কুমার গুছাইত, ঠিকানা- কুলগাছিয়া, চণ্ডীপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া- ৭১১৩০৩, **২) শ্রীমতি পপিতা গুছাইত (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা)** স্বামী সুব্রত গুছাইত, ঠিকানা - কুলগাছিয়া, চণ্ডীপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া- ৭১১৩০৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ৭.৫২ ডেসিমেল (নয় ডেসিমেল স্বত্ব দলিল অনুযায়ী) আরএস দাগ নং ৫৪৪, সাবেক খতিয়ান নং ২২৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৭০, জেএল নং ৩৯, মৌজা- পাতিনান, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং থানা-বাগনান, জেলা-হাওড়া, হস্তান্তর দলিল অধীন নং ২০২২/১৩ এবং লিজ দলিল নং ৫৫৭৭/২০১৩ **এবং** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১০ ডেসিমেল মোট ১৫ ডেসিমেল জমি থেকে, আরএস দাগ নং ৫৪৫, সাবেক খতিয়ান নং ২৪৮, সাবেক এলআর খতিয়ান নং ১১৩৮, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১২৭০, জেএল নং ৩৯, মৌজা-পাতিনান, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং থানা -বাগনান, জেলা-হাওড়া, হস্তান্তর দলিল নং ২০২১/১৩ এবং লিজ দলিল নং ৫৫৭৭/২০১৩। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন৪০০০০৫৪৬৬৬৫১** **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত** **দ্রষ্টব্য :** *ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ নং ৮৫-২০১৬ সালের, এবং মহামান্য ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১, কলকাতা সমীপে অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় কোন স্থগিতাদেশ নেই।*	**১,৩৪,১৩,৯৮৭.৩৬ টাকা (এক কোটি চৌত্রিশ লাখ তেরো হাজার নশো সাতাশি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা ২৫.১১.২০২০ অনুযায়ী** ২৬.১১.২০২০ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি বকেয়া সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬	৭০,১৬,০০০.০০ টাকা ৭,০১,৬০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৪.০১.২০২৪
ঋণগ্রহীতা : শ্রী পঙ্কজ মাল্লা লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, নং ৩, নৃসিংহ দত্ত রোড, বড়িশা, কলকাতা- ৭০০০০৮।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবনে ফ্ল্যাট নং ৭৪০৪, ব্লক -বি-৭, ৫মতল, প্রেমিসেস 'সোয়ানগ্রিন' এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য অংশ সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি ভোগদখলের অধিকার অবিস্থত রসপুঞ্জ, বাকরাহাট রোড, মৌজা- রসপুঞ্জ,জেএল নং ১৫, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৪, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া-৬৫৮ বর্গফুট, রেজিস্ট্রিকৃত পঙ্কজ মাল্লার নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১০৫৬-২০২০ সালের, তারিখ : ২৭.০২.২০২০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৭৪০১, উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৭৪০৩, দক্ষিণে : সিঁড়ি। **ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত। সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন২০০০৩৮০৮৭৫১২।**	**২৪,৭৭,৯৪০.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ সাতাত্তর হাজার নশো চল্লিশ টাকা) টাকা ১৮.০৪.২০২২ অনুযায়ী** ১৯.০৪.২০২২ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি বকেয়া সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭	২৩,০০,০০০.০০ টাকা ২,৩০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৪.০১.২০২৪
ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অশোক ট্রেডার্স, স্বত্বাধিকারী : শ্রী অশোক কুমার গুপ্তা, পিতা ভোলানাথ গুপ্তা, **ঠিকানা :** ৩৭, চন্দানিচক, গোল বাজার, খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০১; **এবং** এইচ নং ৩০০/২৬৩, আশীর্বাদ লজের নিকট, ইন্দা, ওয়ার্ড নং ৪, খড়গপুর, জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০১; **শ্রী অশোক কুমার গুপ্তা,** পিতা ভোলানাথ গুপ্তা, **শ্রীমতি নীরজা গুপ্তা (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী অশোক কুমার গুপ্তা, ঠিকানা : হোল্ডিং নং ৪২১/১, ওয়ার্ড নং ২, খড়গপুর পুরসভা অধীন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৪.৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ক্ষুদ্র নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- ইন্দা, জেএল নং ২৩২, আরএস খতিয়ান নং ৯৩৮, আরএস প্লট নং ৫৭, সম্পত্তি শ্রী অশোক কুমার গুপ্তা, পিতা ভোলানাথ গুপ্তার নামে, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর খড়গপুর, উল্লেখ্য দলিল নং : ১-২০৩৭-১৯৯২ সালের, ৩০.০৪.১৯৯২ তারিখে, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩০, পৃষ্ঠা ২১৯ থেকে ২২৩। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন১০০০০৩১৫৪৫৭০** **ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত জটিলতা : নেই।**	**৩৪,৫৮,৫০৯.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ আটান্ন হাজার পাঁচশ নয় টাকা) টাকা ২৩.০৮.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি বকেয়া সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	১৪,৫০,০০০.০০ টাকা ১,৪৫,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৪.০১.২০২৪
ঋণগ্রহীতা : গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা লি., চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, রুম নং ১১, ১৪তম তল, কলকাতা- ৭০০০৭১; **শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য,** ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৫ এবং ৬, ৩য়তল, কলকাতা- ৭০০০২৯; **শ্রী অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক,** ব্রাবোর্ন কোর্ট, ব্লক-বি, স্যুট নং ৮, ১, চাঁদনী চক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২; **শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য,** ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৫ এবং ৬, ৩য়তল, কলকাতা- ৭০০০২৯।	**সম্পত্তি নং ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫, (দক্ষিণ দিকে) অবস্থিত ৩য় তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১২৬০ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ বক্স ব্যালকনি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড, থানা-লেক, কলকাতা- ৭০০০২৯, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর আলিপুর অধীন, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রের ওয়ার্ড নং ৮৫ অধীন, উল্লেখ্য দলিল নং : ১-৪৮০৩ তারিখ ২৭.১২.২০০৭, বুক নং : ১, ভল্যুম নং ৩৫০, পৃষ্ঠা ১৬৩ থেকে ১৭৯, রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর নামে। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন১৫১৯৬০২০১৯০।** **সম্পত্তি নং : ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং -৬, (পশ্চিম দিকে) অবস্থিত ৩য়তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৮২০ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ২ বাথ তথা টয়লেট, ১ করিডর, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড,থানা-লেক, কলকাতা -৭০০০২৯, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর আলিপুর, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৮৫ অধীন অধিক্ষেত্রে, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং : ১-৪৮০২, তারিখ ২৫৭.১২.২০০৭, বুক নং : ১, ভল্যুম নং ৩৫০, পৃষ্ঠা ১৪৬ থেকে ১৬২, শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর নামে। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন১৫১৯৬০২০১৯১।** **সম্পত্তি নং : ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস এরিয়া, পরিমাণ ৩০০ বর্গফুট ১ রুম, বাথ এবং প্রিভি সেন্ট্রাল অংশে একতলায় জি-৪ তলা ভবনে নির্মিত প্লট নং ৩৫৭, ব্লক -এ, পো এবং থানা- লেক টাউন, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৮৯, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার আলিপুর, বর্তমানে বারাসত, সাব রেজিস্ট্রার কাশীপুর, দমদম, বর্তমানে এডিএসআর বিধাননগর, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০৫৫৫৫ তারিখ ০১.১১.২০০২, সম্পত্তি শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর নামে। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন১৫১৯৬০২০১৯২ ।** **সম্পত্তি নং : ৪ :** একটি ফ্ল্যাট ২য়তলে, উত্তর ব্লক, "ই" টাইপ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৯.৯৮ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত ডায়মন্ড টাওয়ার অবস্থিত ডায়মন্ড পার্ক, মৌজা-জোকা, জেএল নং ৪৩০, জোকা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০৪৮৫৬ তারিখ ১৭.০৮.২০০৫, বুক নং : ১, ভল্যুম নং ৯০, পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ৮৫, রেজিস্ট্রার -জেলা সাব রেজিস্ট্রার ২, আলিপুর, সম্পত্তি শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর নামে। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন১৫১৯৬০২০১৯৩।** **সম্পত্তি নং : ৫ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা ইটের নির্মিত ভবন এবং/বা বসবাসের ভবন ভাড়াটিয়া সহ পরিমাণ ১ কাঠা ৯ ছটাক ৪৩ বর্গফুট কমবেশি , থানা কাশীপুর দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম ডিভিশন-১, সাব ডিভিশন-২, হোল্ডিং নং ১০৬ এ এবং ১৩৪, বর্তমানে কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৬বি, সৎচাষি পাড়া রোড, থানা-কাশীপুর, কলকাতা- ৭০০০০২, উল্লেখ্য দলিল নং : ১-১০৮৬ তারিখ : ২৯.০১.১৯৯০, বুক নং : ১, ভল্যুম নং ৪৬, পৃষ্ঠা ১১ থেকে ২২। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন১৫১৯৬০২০৩১৩।** **দ্রষ্টব্য : ১:** উল্লিখিত সমুদয় সম্পত্তিসমূহ ক্রম নং ১ থেকে ৫ স্বত্ব দখলীকৃত অবস্থায় বিক্রি সম্পাদিত। **দ্রষ্টব্য : ২ :** ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ এসএ/০৭/২০১৫ এবং এসএ/৫৯/২০২০, ডিআরটি-১ কলকাতা সমীপে কিন্তু উক্ত সম্পত্তিসমূহ ক্রম নং ১ থেকে ৫ পর্যন্তর জন্য বিক্রির বিরুদ্ধে কোনও স্থগিতাদেশ জারি হয়নি।	**মূল বকেয়া ৪,৫৩,৪০,০৯৩.০০ টাকা** ২৯.০৬.২০১৪ থেকে ৩১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ **৯,৫৩,২২,৩০৭.০০ টাকা** **মোট বকেয়া ১৪,০৬,৬২,৪০০.০০ টাকা (চোদ্দ কোটি ছয় লাখ বাষট্টি হাজার চারশ টাকা) টাকা ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	সম্পত্তি নং ১ ৬৯,০০,০০০.০০ টাকা ৬,৯০,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা ৪,৫০,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ৩ ১৬,৭৬,০০০.০০ টাকা ১,৬৭,৬০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ৪ ৪০,০০,০০০.০০ টাকা ৪,০০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ৫ ৫৩,০০,০০০.০০ টাকা ৫,৩০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২২.০১.২০২৪ এবং ২৪.০১.২০২৪

ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রা লি **রেজি. ঠিকানা :** ১৫ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য়তল, রুম নং ২, কলকাতা- ৭০০০১৩,; **গুদামের ঠিকানা :** ৫১, জে এন মুখার্জি রোড, ৬৬ সালকিয়া স্কুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৬, এবং একতলা, মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০, ডা. অবনী দত্ত রোড, পো- বামনগাছি, হাওড়া-৭১১১০৬। **জামিনদাতা : ১) পঙ্কজ বৈদ** পিতা শ্রী কমল বৈদ এবং **২) শ্রীমতি কমলা বৈদ,** পিতা দুলিচাঁদ দুগার, **ঠিকানা :** মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০, ডা. অবনী দত্ত রোড, ৫ম তল, রুম নং ৪০২, পো- বামনগাছি, হাওড়া-৭১১১০৬।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একতলায় সংশ্লিষ্ট ভবনের এরিয়া **৮৭৬ বর্গফুট** এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত , হাওড়া পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ১০, ডা. অবনী দত্ত রোড, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা- গোলাবাড়ি, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১১০৬, (উল্লেখ্য দলিল পার্টিশন নং ৪১৬৪/২০০৫ এবং দলিল ঘোষণা সহ উল্লেখ্য ১৬৩২/২০০৭, বন্ধকদাতা : শ্রী পঙ্কজ বৈদ, সেরসাই : সম্পদ আইডি : ২০০১৯০৭১০৭৮); **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখল অধীনে। সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন২০০১৯০৭১০৭৮**	**১,৩৬,১৪,৬৭২.৮৩ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি বকেয়া সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭	৪৫,২০,০০০.০০ টাকা ৪,৫২,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা - সুপার মার্বেল স্টোন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট সম্পত্তির আইডি - SBIN400005466651	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা - শ্রী পঙ্কজ মাল্লা

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রা. লি.

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা মেসার্স অশোক ট্রেডার্স

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা - গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি. (সম্পত্তি নং ১)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা - গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি. (সম্পত্তি নং ২)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা - গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি. (সম্পত্তি নং ৩)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা - গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি. (সম্পত্তি নং ৪)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানা - গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি. (সম্পত্তি নং ৫)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১০.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জামবাদ এলাকার মানুষদের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হল। খনি অঞ্চল জামবাদ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের। এমনিতেই খনি অঞ্চলে জল সংকট থাকে বছরের বেশিরভাগ সময়ই। জল সংকট ভয়ংকর আকার নেয় গ্রীষ্মকালে।

এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এলাকায় পাকাপাকি ভাবে পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন হোক। আর মানুষের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বহুলা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এদিন উদ্বোধন হল এই প্রকল্পের। প্রকল্পের জন্য আনুমানিক প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায়। এই প্রকল্পের দ্বারা এলাকার প্রায় শতাধিক মানুষ এবার থেকে পরিশ্রুত পানীয় জল পাবেন। প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ অনুভা চক্রবর্তী, ছিলেন বহুলা পঞ্চায়েত প্রধান বীর বাহাদুর সিং পাণ্ডবেশ্বর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ফুটবলের সর্বভারতীয়স্তরের প্রতিযোগিতা শুরু হল মেদিনীপুরে। আয়োজক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

প্রতিযোগিতা চলাকালীন মাঝে একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। নিজ নিজ প্রদেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাবেন তাঁরা। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুশান্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'শুধুমাত্র খেলার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের নানা প্রান্তের বিভিন্ন ভাষাভাষীর যে ১৬টি টিম খেলছে, তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মাঝখানে আমরা যেমন আমাদের বাংলা এবং মেদিনীপুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরব তেমনি অন্য রাজ্যের সংস্কৃতিও মেদিনীপুরবাসীর কাছে তুলে ধরা হবে। দেশে প্রায় ৯৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ রকম একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেদিনীপুরে।'

প্রতিযোগিতার সূচনা পর্বে শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। খেলা হবে ৯ থেকে ১৩ জানুয়ারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে ছাড়াও কয়েকটি খেলা হবে অরবিন্দ স্টেডিয়ামে। শোভাযাত্রা শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদিরাম বসু স্টেডিয়ামে। এখানে ফাইনাল খেলা হবে। ৪টি জোনের সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী আসছেন। উপাচার্য বলেন, 'প্রায় ৫০০ জনের সমাগম হবে ক্যাম্পাসে। ওঁদের যথাযথ আতিথেয়তার জন্য আমরা উদ্যোগী হচ্ছি। ১০ জানুয়ারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ১১ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে ফুড ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।'

মমতা এখন মুসলমান লাশ খুঁজছেন, দেগঙ্গায় বিস্ফোরক বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: 'শাহজাহান কোথায় আমি জানি অথচ পুলিশ জানে না। বেড়মজুর-১ থেকে ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। রাজীব কুমার বলেছে সারেন্ডার কর। আমি শাহজাহানকে বলছি আপনি ইডি'র কাছে সারেন্ডার করুন। সব স্বীকার করুন। আপনি রাজ্য পুলিশের কাছে ধরা দিলে আপনাকে লাশ করে দিতে পারে, কারণ মমতা এখন মুসলমান লাশ খুঁজছেন।' মঙ্গলবার দেগঙ্গার সভা থেকে এভাবেই সন্দেশখালির পলাতক তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখকে ইডির কাছে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি শেখ শাহজাহানকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনি বালুকে কত টাকা দিতেন, নারায়ণ গোস্বামীকে কত টাকা দিতেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কত টাকা পাঠাতেন সব ইডিকে বলে দিন।' এদিনের সভা থেকে অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে নিশানা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'বালু (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) জেলে গিয়েছে। নারায়ণ গোস্বামী আপনি লাফালাফি করবেন না। আমার কাছে রিপোর্ট আছে। পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে গোরু পাচার করে অনেক কামিয়েছেন। সব নথি আমার কাছে আছে।'

এদিন তিনি বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বাপির বিরুদ্ধে আবারও দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর পিএ চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রচুর টাকা তুলেছেন বলেও অভিযোগ তোলেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর আখ্যা দেন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও কয়লা, গোরু সহ বিভিন্ন বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন।

জনপ্রিয় হয়ে ওঠা 'বর্তির বিল' কে ঘিরে নতুন পর্যটন সম্ভাবনা

সুমন তালুকদার

আমডাঙা: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'বর্তির বিল' কে অ্যাকোয়াটিক বায়ো ডাইভার্সিটি পার্ক বা জলজ জীব বৈচিত্র্য উদ্যানে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে কাছে-পিঠে বেড়ানোর ঠিকানা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'বর্তির বিল'।

পঞ্চম অর্থ কমিশনের অর্থে আমডাঙা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে উদ্যান তৈরি প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই উদ্যানটি তৈরি হলে এখানকার জলজ প্রাণী, মাছ, স্থানীয় ও পরিজায়ী পাখি, পতঙ্গ, উদ্ভিদ যেমন সংরক্ষিত হবে, তেমনই বিলকে কেন্দ্রকরে স্থানীয়দের জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত হবে। পাশাপাশি বাড়বে পর্যটন। ফলে স্থানীয় অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে। ইতিমধ্যে এই কাজের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে প্রায় বছর তিনেক সময় লাগবে। আর তার জন্য ব্যয় হবে প্রায় ১০ কোটি টাকা। পার্কটি সুন্দর ভাবে করার জন্য জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক- সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি কোর গ্রুপ তৈরি করে সমগ্র কাজটির দেখভাল ও ডিপিআর তৈরি হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে।

প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর জলা জায়গা নিয়ে আমডাঙা ও বারাকপুর ব্লকের সংযোগ স্থলে রয়েছে এই বর্তির বিল। অতীত এই বিল থেকে নোয়াই, যমুনা ও সুখাবতী বা সুটি এই তিন নদীর এবং ইছাপুর খালের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই সময় এটা ছিল উত্তর ২৪ পরগনার হার্ট লাইন। এই পথেই চলতো দেশ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা। সময়ের তালে আজ সব অতীত। নদীগুলি আজ মৃতপ্রায়। নোয়াই নদী খালে পরিণত হয়েছে।

তবে এই বর্তির বিলে এখনও বহু প্রজাতির মাছ, জলজ প্রানী, স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির আনাগোনা আছে। অভিযোগ, কিছুদুর্বৃত্তরা পাখি মেরে এখানকার জীব বৈচিত্র্য নষ্ট করছে। এই জলজ জীব বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করে জায়গাটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে পঞ্চায়েত সমিতি। রাজ্য সরকারের সহোযোগিতায় সেই কাজ চলছে।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এসসিদের বস্ত্র উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: মঙ্গলবার হরিপাল লোকমঞ্চে হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক ডাক্তার করবী মান্নার উদ্যোগে আসন্ন আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের টুসু উৎসব উপলক্ষে বস্ত্র উপহার অনুষ্ঠান হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীমতী সন্ধ্যারানি টুডু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে ৫,৫০০ জনকে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু বলেন, 'প্রত্যেক উৎসবের সময় মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক ডাক্তার করবী মান্নার উদ্যোগে ভাই-বোনেদের বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। এবারও মকর সংক্রান্তি ও টুসু উৎসব উপলক্ষে ভাই-বোনেদের নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হল। সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি, থাকব। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'প্রত্যেক উৎসবে ভাই-বোনদের উপহার দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোয় সাড়ে ষোল হাজার বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়, ঈদ উৎসবেও কয়েক হাজার বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়, ছট উৎসবেও কয়েক হাজার বস্ত্র দেওয়া হয়। এবার মকর সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে সাড়ে পাঁচ হাজার নতুন বস্ত্র তফসিলি জাতি ভাই-বোনেদের উপহার দেওয়া হল। প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সব সময় আমরা আছি ও থাকব।' উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা।

বিনা পারিশ্রমিকে আদিবাসী মেয়েদের ফুটবল কোচিং ভারতীর

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু মেয়ে হয়ে ফুটবল খেলাটা হয়ে ওঠেনি। অধরা থেকে যায় ফুটবল খেলার স্বপ্ন। তবে এবার নিজের মেয়ে সহ এলাকার অন্যান্য আদিবাসী মেয়েদের ফুটবলের কোচিং দিয়ে মেয়েদের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাঁকুড়ার ছাতনার দুমদুমির ভারতী মুদি। তাঁর প্রশিক্ষণ শিবির থেকে এখন বাঁকুড়ার মেয়েরা রাজ্যস্তর থেকে যাচ্ছে জাতীয় স্তরেও খেলতে। কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই ২০০৯ সালে শুরু হয় ভারতী মুদির ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির। বর্তমানে ধারাবাহিকতার সঙ্গে ৩০-৩৫ জন আদিবাসী মেয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তাঁর কাছে। খেলার সরঞ্জাম যেমন ফুটবল,খেলার বুট এবং অন্যান্য উপকরণ কিনে থাকেন ভারতী মুদি নিজে। ভারতী দেবী জানান যে, থানাস্তর থেকে জেলা, রাজ্যস্তর ছাড়িয়েও জাতীয় স্তরেও মেয়েরা খেলেছে। গোয়া, চণ্ডীগড়, ভোপালে খেলেছে তাঁর কোচিংয়ের মেয়েরা। এবার তাঁদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক স্তরে যাওয়া। ভারতী মুদি জানান, যত দিন মেয়েরা চাইবে ফুলবল খেলতে, ততদিন পাশে থাকবেন তিনি। হাজার প্রতিকূলতা ছিল আগে। এখনও রয়েছে সরঞ্জামের এবং অর্থের অভাব। তবে অভাব নেই উদ্যমতার। মাঠ ছাড়েনি বাঁকুড়ার এই আদিবাসী মেয়েগুলি। পাশে থেকেছেন ভারতী দেবী। মাড় ভাত অর্থাৎ ফ্যান ভাত খেয়েই মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মেয়েরা।

ব্যয়সাপেক্ষ খেলা ফুটবল। আদিবাসী প্রান্তিক মেয়েদের জন্য স্বপ্নের মতোই যেন 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল'। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ফুটবলার মাম্পি বাউরি জানায়, ফুটবলকে নিয়ে কিছু করার ইচ্ছে রয়েছে তার। 'বড়মা' অর্থাৎ ভারতী দেবী পাশে থাকলে সেটা সম্ভব বলেই মনে করছে মাম্পি। মেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করে সেই স্বপ্নকেই সত্যি করে দেখালেন ভারতী মুদি। বাঁকুড়ার বুকে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার তরফে লরিচালক-পরিবহণ মালিকদের বৈঠকের পর কাজে চালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অবশেষে ভয় কাটিয়ে কাজে ফিরলেন চালকরা। পরিবহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নতুন আইন লাগু হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চালকরা। কার কারণে কোনও চালক লরি চালাতে চাইছিলেন না। চালকদের মধ্যে থেকে আতঙ্ক কাটাতে মঙ্গলবার বিকেলে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কোটা গ্রাম সংলগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার বটলিং প্ল্যান্টের পক্ষ থেকে সমস্ত লরি চালকদের ও পরিবহণ সংস্থার মালিকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়।

মূলত কেন্দ্র সরকার পরিবহণের ক্ষেত্রে যে নতুন আইন লাগু করেছিল, তা স্থগিত করলেও চালকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণে চালকরা কেউ গ্যাসের ট্যাংকার চালাতে চাইছিল না। যার কারণে সময়ের মধ্যে গ্যাসের সিলিন্ডার গন্তব্যে না পৌঁছনোর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল সংস্থাকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different work(s) vide **Memo No.: 1) 06/BGP/2024, 2) 07/BGP/2024 & 3) 08/BGP/2024, Date: 05.01.2024. All Fund: 15th Finance & 5th State Finance.** Last Date of Dropping of Sealed Tender: **On of befor 20.01.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Tender: **22.01.2024 at 02:00 PM.** For details visit undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ও-এসি-টি-১৬৭-২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ০৫.০১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৬৭-২৩-২৪। **কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/আসানসোল-এর আওতাধীনে তপসী- বারাবানী স্টেশন লাইনে বিভিন্ন ব্রীজের উন্নয়নের জন্য আরসিসি স্ল্যাবের ব্যবস্থা করা, উইং ওয়াল শক্তিশালী করা এবং অতিরিক্ত ওপেনিং-এর ব্যবস্থা করার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৮,৭৩,৩৬২.৪৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৯,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ টেন্ডার রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে।
ASN-196/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
SURJANAGAR GRAM PANCHAYAT
Khirishtala, Kakdwip South 24 Pags Pin-743374
ABRIDGED NIT
On behalf Of Surjanagar Gram Panchayat of Kakdwip Block Under S/24 pags dist invite bids through e-Tender process E tender **ID – 2023_ZPHD_626721_1_08.01.2024 ELECTRIFICATION OF GP OFFICE 2023_ZPHD_622462_1 08.01.2024 CONSTRUCTION PUCCA COVER DRAIN 2023_ZPHD_622395_2 08.01.2024** TUBE WELL **2023_ZPHD_622395_1 08.01.2024** TUBE WELL
For details please visit to our G P Office.
SD/Pradhan
Surjanagar G P

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/NIet-47/23-24 Dt. 09-01-2024
E-tenders are invited by the Executive Engineer for Supply of Transparent Polythene Sheet & Seeder Machine at any block of any District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 24/01/2024 at 15:30 hrs.

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :- 12/CGP/2023-24, 13/CGP/2023-24 , 14/CGP/2023-24 & 15/CGP/2023 all Dated: 06/01/2024
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Water treatment plant / Roads /Solar) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders :**
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for downloading of tender documents	25/01/2024 up to 11.00 PM. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	25/01/2024 up to 11.00 PM. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	27/01/2024 After 11.00 AM (as per server clock)

By Order:-
Sd/- Prodhan
Choa Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১৩/২৩-২৪ তারিখঃ ০৮.০১.২০২৪ স্টোর্স সামগ্রী সংগ্রহের জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০২২৩৫২৬৩এ	এএফসি-পিসি সিস্টেম-এর টাওয়ার টাইপ সার্ভার	২৭ টি	১৬.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩৫১৭০	গার্ড গ্রিড ইত্যাদি	২৪ টি	১৬.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৩৫০১৬সি	এলটি প্যানেল	১) ১ সেট, ২) ২ সেট	১৬.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩১২৫৫	ট্র্যাকশন কন্ট্রোল কন্ট্রাক্টর	১৮৯টি	১৮.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩৫১৬৪	এস৩ বেসিক ড্রাইভ	৬৪টি	১৮.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩৫১৭২	গিয়ার বক্স	১৬টি	২৪.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩৫১৩১	ডবল ক্যাম সুইচ	১) ২২৮টি, ২) ২০টি, ৩) ১৫২টি	২৫.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৩১৯৯৮	লুব্রিকেশন গ্রিজ	১৫ কেজি	৩০.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০৩২৩২০২৪	১২ মিমি জি.আর. প্যাড	২৪১৬৭টি	৩০.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৩৫২৫৬এ	ইআরসিইউ-এর জন্য কার্বন ব্রাশ	২৫০টি	০১.০২.২০২৪, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
বস্তি এলাকা উন্নয়ন বিভাগ
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত আকারে
নিম্নোক্ত কাজের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ১) এইচএমসি এর অধীনে জলের সংযোগ সহ পাবলিক টয়লেটের মেরামত ও সংস্কার এবং জোন- ১ এর বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ২) এইচএমসি এর অধীনে বৈদ্যুতিক কাজ সহ জনসাধারণের টয়লেট মেরামত সংস্কার সহ জল সংযোগ জোন- ২ এর জন্য এবং - ৩) ১. এইচএমসি এর অধীনে বৈদ্যুতিক কাজ সহ জনসাধারণের টয়লেট মেরামত সংস্কার সহ জল সংযোগ জোন- ৩ এর জন্য অনামধন্য বিশ্বস্ত এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের অনুরূপ প্রকৃতির কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের কাছ থেকে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে **https://www.wbtender.gov.in**। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭.০১.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। কোনো কারণ ব্যতিরেকে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার এইচএমসি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর: **WB-HMC/TN/EE/Slum/010/2023-24 তারিখ:** ০৬.০১.২০২৪ **টেন্ডার আইডি: 2024_MAD_639909**
২৪০(৩) ২৩- ২৪ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
০৯.০১.২০২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender hereby invited by the undersigned against **N.I.T No – 18/2023-24 -Dated -04/01/2024- 6 Nos scheme under 5th SFC & N.I.T No–19/2023-24-Dated-05/01/2024 – 7 nos scheme** under 15th F.C fund . Bid Submission End Date: **20/01/2024** & **22/01/2024** respectively upto **9.00 AM**. Technical Bid Opening Date **- 22/01/2024** & **24/01/2024** respectively. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day .
Sd/-Prodhan
Chandpara Gram Panchayat
Gaighata Block ,N.24 Pgs.

E-Tender Notice
E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. Etender Notice **2024_ZPHD_641070_1, 2024_ ZPHD_641013_1, 2024_ZPHD_640933_1, Memo No. 06/GANGA/1/23-24, Dated- 08.01.2024 and 2024_ZPHD_639843_1 Memo No. 04/GANGA/1/23-24, Dated-06.01.2024 AND 2024_ZPHD_637982_1, 2024_ZPHD_637932_1, 2024_ ZPHD_ 637906_1, 2024_ZPHD_637885_1, 2024_ ZPHD_637844_1, 2024_ZPHD_637784_1, 2024_ZPHD_637747_1, 2024_ZPHD_ 637715_1, 2024_ZPHD_637647_1 Memo No. 03/GANGA/1/23-24,** Dated- **04.01.2024,** More details please visit **https:// wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Ganganandapur GP.
Bongaon Block
North 24 Pgs

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: **gpbasubatisingur@yahoo.in**
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 11 nos. different development works vide **NIeT No.: 10/BGP/2024, Date: 09/01/2024. Fund: SBM (G).** Tender has been published and for detail information visit undersigned G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-TENDERS are invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: **CHOW-II/005/24.** Tender Notice No: **CHOW-II/006/24.** Tender Notice No: **CHOW-II/008/24. Dated: 08/01/2024.** Last date of Bid submission : **25/01/2024.** Technical Bid open : **29/01/2024.** For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in** or contact to the G.P Office.
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat,
Nahata, Bongaon Block,
North 24 Parganas

Date Corrigendum
NIT No. SFDC/MD/NIT-35(e)/2023-24 (Sl. No. 1 & 2)
Tender Id:- 2023_SFDCL_634673_1 & 2023_SFDCL_634673_2
Schedule of Dates:-
Bid Submission End Date 22/01/2024 at 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid 25/01/2024 at 4.00 p.m.
Note:- Details of information are available in the website - https://wbtenders.gov.in

NIT No. 03/2023-24, DT. 08/01/2024
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Construction of Chain line fencing with RCC post (@ 2 m C/C) at Bhagwankhali farm. Narghat, Chandipur. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from 11/01/24. Tender ID: **2024_PRD_641036_1** Bid submission end date for the following works **25/01/2024 at 18:30 hrs.** Estimated Cost Rs.1263361.
SD/
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P & RD,
Govt. of WB
Mob No: 9732597683, 9434667766

e-NIQ No. SFDC/MD/NIQ-03 (e)/2023-24
SFDC Ltd. Invites e-tender for the work 'Design, Drawing, Construction and Commissioning of Fish Preservation ETP and STP on Turn Key Basis at two different places of i) Deshapran Fishing Harbour, Petuaghat & ii) Shankarpur Fishing Harbour, Ramnagar-I, in the Dist. of Purba Medinipur, W.B.' Last date of (online) bid submission on **25/01/2024 at 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **30/01/2024 at 3.00 p.m.** For details please visit our website **- www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in.**

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting e-Tender
Sealed e-Tender is invited from bonafied resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: 270/Sing-II/2023-24, Date: 02.01.2024.** Date of Publication on Online: **04.01.2024.** Last Date of Dropping: **19.01.2024 at 06:30 PM.** Date of Opening of Tender: **22.01.2024 at 10:00 AM.**
Sd/-,
Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

Chakdighi Gram Panchayat
Chakdighi, Jamalpur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) under GP area vide **NIT No.: i) 17/CHAK & ii) 18/CHAK, Date: 09.01.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **09.01.2024 at 18:00 IST.** Bid Submission Closing Date (Online): **25.01.2024 up to 10:30 IST.** Date of Opening of Technical Bid: **29.01.2024 at 11:00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Chakdighi Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT-06/2023-24, Date: 05.01.2024.** e-Published Date: **05.01.2024 at 06.00 PM.** Last Date of Bid submission : **20.01.2024 at 06:00 PM.** Date of Opening: **21.01.2024 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd./-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

ইংল্যান্ড সিরিজেই ফিরতে চান শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাঙ্কেলের চোটে খেলার বাইরে আছেন। বিশ্বকাপের পর এখনো মাঠে নামাই হয়নি। কবে ফিরবেন, ঠিক নেই সেটিও। তবে মাঠের বাইরের সময়টাও ভারতের পেসার মোহাম্মদ শামির দারুণ যাচ্ছে।

গত বছর, বিশেষ করে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে জিতেছেন ভারত সরকারের অর্জুন অ্যাওয়ার্ড। সেই পুরস্কার আজ গ্রহণ করবেন ভারতের এই পেসার। সেই শামি ইংল্যান্ড সিরিজকেই ফেরার লক্ষ্য বানিয়েছেন। গতকাল টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দলের বর্তমান পেস আক্রমণ নিয়েও কথা বলেছেন শামি।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্টে না-ও খেলতে পারেন শামি। কারণ, বিশ্বকাপের পর তিনি এখনো বোলিং শুরু করেননি।

শামি নিজের ফিটনেস নিয়ে বলেছেন, 'আমার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ঠিক পথে আছে, বিশেষজ্ঞ দল ও জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি আমার উন্নতিতে খুশি। একটু অসারতা আছে, তবে সেটি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। অনুশীলন সেশন শুরু করেছি, আমার বিশ্বাস, ইংল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারব। ফেরার জন্য এই সিরিজকেই লক্ষ্য বানিয়েছি। আশা করছি, ইংল্যান্ড সিরিজে আমাকে দেখতে পাবেন।'

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে প্রথম টেস্টে হারার পর কেপটাউনে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। তাতে দ্বিতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে। এই জয়ে মূল অবদান রেখেছেন পেসাররাই। নিয়েছেন দুই ইনিংসে সব কটি উইকেটই।

দর্শক হিসেবে সেই জয় দেখা শামি কথা বলেছেন সতীর্থদের নিয়েও, 'দ্বিতীয় টেস্টে আমরা ভালো করেছি। সবাই ভালো করেছে, আমাদের বোলিং আক্রমণ তো দুর্দান্ত করেছে। দুর্ভাগ্যবশত আমি মিস করেছি, যত দ্রুত সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে চাই। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, আমাদের পেস আক্রমণ দুনিয়ার অন্যতম সেরা। বিশ্বকাপের সময়ও সেটা দেখেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজ দুর্দান্ত বোলিং করেছে। বলতে পারি আমাদের পেস আক্রমণ যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য যথেষ্ট।'

বিশ্বকাপে ৭ ইনিংসে ২৪ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন শামি। এই উইকেটগুলো তিনি পেয়েছেন মাত্র ১০.৭০ গড়ে, ইকোনমিও দারুণ-৫.২৬! অথচ বিশ্বকাপের প্রথম ৪ ম্যাচে একাদশেই সুযোগ পাননি। মূলত বিশ্বকাপের এমন পারফরম্যান্সই তাঁর ক্যারিয়ারে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।

কেপটাউনের পিচ 'অসন্তোষজনক', পেল ডিমেরিট পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কেপটাউনের নিউল্যান্ডসের আলোচিত পিচকে 'অসন্তোষজনক' বলেছে আইসিসি। এ রেটিং দেওয়ার পর একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে।

মাত্র ৬৪২ বলে শেষ হওয়া টেস্টটি ছিল ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম। প্রথম দিন ২৩ উইকেট পড়ার পর থেকেই আলোচিত ও সমালোচিত ছিল এ ভেন্যুর উইকেট। আইসিসির পিচ ও আউটফিল্ড পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পিচের রেটিংয়ের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে বলে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় আইসিসি।

কেপটাউনে প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৫ রানে ৬ উইকেট নেন ভারতের পেসার মোহাম্মদ সিরাজ। প্রথম ইনিংসে ১৫৩ রানে গুটিয়ে গেলেও ৯৮ রানের লিড পায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে এইডেন মার্করামের দুর্দান্ত শতকের পরও ৭৯ রানের বেশি লিড নিতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত সে লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ৭ উইকেট হাতে রেখেই।

ম্যাচ অফিশিয়ালদের উদ্বেগের পর আইসিসি ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের দেওয়া রিপোর্টে নিউল্যান্ডসের পিচকে 'অসন্তোষজনক' বলা হয়েছে। ব্রড বলেছেন, 'নিউল্যান্ডসের পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ কঠিন ছিল। বল দ্রুতগতিতে বাউন্স করেছে এবং ম্যাচজুড়েই মাঝে মাঝে সেটি ছিল উদ্বেগের ব্যাপার। ফলে শট খেলা কঠিন হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন ব্যাটসম্যানের গ্লাভসে লেগেছে এবং অস্বস্তিকর বাউন্সের কারণে উইকেটও পড়েছে।' এর আগে নিউল্যান্ডস টেস্টের উইকেট প্রসঙ্গে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছিলেন, আইসিসির ম্যাচ রেফারি এ পিচের কেমন রেটিং দেন, সেটি তিনি দেখতে চান। ভারত ও এর বাইরের পিচকে রেটিং দেওয়ার ক্ষেত্রে আইসিসির ম্যাচ রেফারিরা নিরপেক্ষ থাকেন কি না, এমন প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি। আইসিসির পিচ ও আউটফিল্ড পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী, কোনো পিচ বা আউটফিল্ড যদি যথাযথ মানের নিচে রেটিং পায়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়। ম্যাচ রেফারি সাধারণত 'অসন্তোষজনক' রেটিং পাওয়া পিচকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেন।

সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের মিরপুর টেস্টের উইকেটকে এমন 'অসন্তোষজনক' বলা হয়েছিল। সাধারণত খুব ভালো, ভালো, গড়পড়তা, গড়পড়তার নিচে, বাজে ও অনুপযুক্ত;এসব শ্রেণিতে ভাগ করা হয় পিচ ও আউটফিল্ডকে। তবে মিরপুরের মতো নিউল্যান্ডসের পিচকেও অসন্তোষজনক বলা হলো। যদিও আইসিসির অফিশিয়াল তালিকায় মিরপুরের পিচ 'বাজে' রেটিংয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এই ডিমেরিট পয়েন্ট থাকবে পাঁচ বছরের জন্য। এর মধ্যে ৬টি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে এক বছরের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আসবে। আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার ১৪ দিন সময় আছে।

২৭ বছরের এক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন টাইগার উডস

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাইকির সঙ্গে দীর্ঘদিনের চুক্তি শেষ করার ঘোষণা দিয়েছেন টাইগার উডস। গলফের প্রথম কোটিপতি হতে তাঁকে সহায়তা করেছে যে কোম্পানি, তাদের সঙ্গে প্রায় তিন দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করছেন বলে সোমবার জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের গলফ কিংবদন্তি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে ১৫ বারের মেজরজয়ী উডস নাইকিকে তাদের দীর্ঘদিনের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে নাইকির সঙ্গে প্রথম চুক্তি করেন উডস। পরের ২৭ বছর এ চুক্তি থেকে তিনি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করেছেন বলে জানা যায়।

উডস বলেছেন, '২৭ বছর আগে বিশ্বের অন্যতম আইকনিক একটি ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি শুরু করতে পেরে সৌভাগ্যবান ছিলাম। এরপরের দিনগুলো দুর্দান্ত কিছু মুহূর্ত ও স্মৃতিতে পূর্ণ, নাম বলতে গেলে অনন্তকালেও শেষ হবে না।'

এরপর উডস যোগ করেন, '(নাইকির সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) ফিল নাইটের প্যাশন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নাইকি এবং নাইকি গলফের এ চুক্তি সম্ভব করেছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চাই। পাশাপাশি নাইকির সব কর্মী এবং দুর্দান্ত সব অ্যাথলেট, যাঁদের সঙ্গে এ পথে কাজ করার আনন্দ পেয়েছি আমি।'

নতুন কোনো স্পনসরের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু না বললেও লস অ্যাঞ্জেলেসে পরের মাসে জেনেসিস ইনভাইটেশনালে 'আরেকটি অধ্যায়'-এর ইঙ্গিত দিয়ে উডস লিখেছেন, 'লোকে জিজ্ঞাসা করবে, নতুন কোনো অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে কি না। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই আরেকটি অধ্যায় আছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখা হবে! টাইগার।'

৪৮ বছর বয়সী গলফারের ক্যারিয়ারে উডস ও নাইকি সমার্থকই হয়ে গিয়েছিল। যার শুরুটা ছিল ১৯৯৬ সালে নাইকির বিজ্ঞাপনী ক্যাম্পেইনে, যেখানে উডস শুধু বলতেন, 'হ্যালো ওয়ার্ল্ড।'

প্রাথমিকভাবে নাইকির সঙ্গে উডসের চুক্তি শুধু পোশাকেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে পরে ক্রীড়াসামগ্রীর বড় এই প্রতিষ্ঠান বল ও ক্লাব উৎপাদনও শুরু করে। যার পেছনে গলফের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ বাড়াতে উডসের সাফল্যের অবদানও ছিল।

'দুর্দান্ত এক রাউন্ড'

উডসের ঘোষণার পর ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে তাঁকে তাঁর অর্জনের জন্য 'স্যালুট' জানিয়েছে নাইকি। 'সানডে রেড' নাইকি শার্ট পরা উডসের ছবি দিয়ে বানানো গ্রাফিকসে লেখা হয়েছে, 'অবিশ্বাস্য এক রাউন্ড, টাইগার'।

সে পোস্টে তারা লিখেছে, 'টাইগার, আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রচলিত রীতি, ঘরানা, চিন্তাভাবনার প্রাচীন উপায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। আপনি পুরো প্রাতিষ্ঠানিক গলফকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। আপনি আমাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার;নিজেকে জানিয়েছেন। আর সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

পৃথক আরেকটি বিবৃতিতে নাইকি বলেছে, আফ্রিকান-আমেরিকান বাবা ও থাই মায়ের সন্তান উডস 'খেলার সব বাধা পেরিয়ে গেছেন'।

তারা বলেছে, 'আমরা তাকে রেকর্ড গড়তে দেখেছি, প্রচলিত চিন্তাভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে দেখেছি এবং বিশ্বজুড়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে দেখেছি।' ১৯৯৬ সালে প্রথম চুক্তির সময় উডসের বয়স ছিল মাত্র ২০। বাস্কেটবল কিংবদন্তি মাইকেল জর্ডানের মতো উডসকেও তারা 'প্রজন্মে একজন' হিসেবেই দেখে ছে। যেমন দেখেছিল টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেদেরারকে। অবসর নেওয়ার ২০ বছর পরও জর্ডানের নামে বাস্কেটবল সামগ্রি বিক্রি করে নাইকি। ফেদেরার অবশ্য ক্যারিয়ারের শেষ ভাগে নাইকি থেকে জাপানিজ ব্র্যান্ড ইউনিকলোতে চলে গিয়েছিলেন।

বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুতে শোক জানালেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডিয়েগো মারাডোনা, পেলে, মারিও জাগালো...একে একে নিভছে ফুটবল,আকাশের আলো! এ ধারায় সর্বশেষ সংযোজন ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। গত পরশু জার্মানিতে নিজের বাড়িতে মারা গেছেন ৭৮ বছর বয়সী কিংবদন্তি ফুটবলার। গতকাল বেকেনবাওয়ারের পরিবার তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করার পর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ফুটবল,বিশ্ব। চারদিক থেকে আসতে শুরু করে শোকবার্তা।

সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসিও জানিয়েছেন শোক। আর্জেন্টিনাকে অধিনায়ক হিসেবে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জেতানো মেসি শোক জানিয়েছেন নিজের ইনস্টাগ্রামে। জার্মানির হয়ে খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৭৪ ও কোচ হিসেবে ১৯৯০ বিশ্বকাপ জেতা বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুর পর ইনস্টাগ্রামে তাঁর খে লোয়াড়ি জীবনের ছবি দিয়ে স্প্যানিশ ভাষায় লিখেছেন; 'কিউইপিডি'। এর ইংরেজি মানে 'আরআইপি'। বাংলা অর্থ;শান্তিতে ঘুমান।

অনেক বছর ধরেই অসুস্থায় ভুগছিলেন বেকেনবাওয়ার। এ কারণে তাঁকে দেখা যেত না ফুটবলের কোনো অনুষ্ঠানে। কয়েক বছর ধরে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনেও খুব একটা আসেননি। সেই 'কাইজারের' মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর ইনস্টাগ্রামকেই শোক প্রকাশের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছেন মেসি। বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুতে মেসির সঙ্গে শোক জানিয়েছেন তাঁর আর্জেন্টিনা দলের সতীর্থ নিকোলাস তালিয়াফিকোও। মেসির মতো তিনিও বেকেনবাওয়ারের একটি পুরোনো ছবি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে লিখ ছেন, 'শান্তিতে ঘুমান, কাইজার (সম্রাট)।' এর সঙ্গে তালিয়াফিকো বাড়তি হিসেবে যোগ করেছেন, 'ইতিহাসের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার (বেকেনবাওয়ার আসলে ছিলেন লিবেরো, যার মানে রক্ষণ ও আক্রমণভাগের সংযোগ স্থাপনকারী খেলোয়াড়)।'

শেষ ১৬-তে রিয়াল-আতলেতিকো, কোপা দেলে বার্সার প্রতিপক্ষ সহজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা দেল রের শেষ ষোলোতেই দেখা হয়ে যাচ্ছে মাদ্রিদের দুই তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল ও আতলেতিকোর। তবে স্পেনের ফুটবলের আরেক পরাশক্তি বার্সেলোনা পেয়েছে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ। জাভি হার্নান্দেজের দল শেষ ষোলোতে খেলবে স্পেনের তৃতীয় বিভাগের দল ইউনিওনিসতাসের বিপক্ষে।

১৮ জানুয়ারি রিয়ালের ম্যাচটি আতলেতিকোর মাঠে। বার্সেলোনাকেও খেলতে হবে প্রতিপক্ষের মাঠে, ইউনিওনিসতাসের বিপক্ষে তাদের ম্যাচটি ১৭ জানুয়ারি।

৬ জানুয়ারি আরানদিনাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে রিয়াল। শেষ ষোলোতে তাদের প্রতিপক্ষ আতলেতিকো আগের রাউন্ডে লুগোর মাঠ থেকে জিতে এসেছে একই ব্যবধানে। আর বার্সেলোনা শেষ ষোলোতে উঠেছে বারবাস্ত্রোর বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতে। তাদের প্রতিপক্ষ ইউনিওনিসতাস আগের রাউন্ডে হারিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে। ১-১ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচটি টাইব্রেকারে তারা জিতেছে ৭-৬ ব্যবধানে।

শেষ ষোলোতে বাকি ৬ ম্যাচে মুখোমুখি ওসাসুনা-রিয়াল সোসিয়েদাদ, জিরোনা-রায়ে ভায়েকানো, ভ্যালেন্সিয়া-সেলতা ভিগো, টেনেরিফে-মায়োর্কা, আতলেতিকো বিলবাও-আলভেস, হেতাফে-সেভিয়া।

রোহিত, কোহলিরা কেন ভারতের টি টোয়েন্টি দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ নভেম্বর, ২০২২। অ্যাডিলেডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল সেমিফাইনালে এদিন ইংল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরেছিল ভারত। দেশের হয়ে সেটাই ছিল বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এরপর প্রায় এক বছরের বেশি সময় ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দুই তারকাকে দেখা যায়নি।

এ সময় ভারত ২৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ১৬টি জিতেছে। অর্থাৎ ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে কোহলি-রোহিতের অভাব সেভাবে বোঝা যায়নি। দুজনের বয়সও কম হলো না। ৩৫ বছর পার করেছেন কোহলি। রোহিত পার করছেন ৩৬। টি-টোয়েন্টি তরুণদের খেলা বলেন অনেকেই, কিন্তু ভারত এই দুজন অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত তারকাকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফিরিয়ে সে ধারণাটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

কেন? তা-ও দুজনকে এমন সময়ে ফেরানো হলো যখন সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে পরীক্ষিত খে লোয়াড়ের অভাব নেই। তবু কেন কোহলি এবং রোহিতের শরণাপন্ন হওয়া? তবে কি দুজনকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতেও রেখেছে ভারত? সময় হলেই এ প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে। তার আগে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে দুজনের ফেরার কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যায়;

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ১ জুন। তার আগে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে একটি সিরিজই খেলবে ভারত। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের এই টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ১১ জানুয়ারি থেকে এবং সেখানে কোহলির পাশাপাশি রোহিতকে ফেরানো হয়েছে অধিনায়ক হিসেবে। এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে তাঁরা বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় না থাকলে তার আগে সিরিজে ফেরানো হলো কেন? এমন তো নয় যে অভিজ্ঞ খে লোয়াড়ের অভাব পড়েছে!

ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীও সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রোহিতের অবশ্যই ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করা উচিত। বিরাট কোহলিরও খে লা (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ) উচিত। বিরাট অসাধারণ খেলোয়াড়, কোনো সমস্যা হবে না (প্রায় ১৪ মাস পর ফেরার পর)।'

সৌরভের মতো ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকেরাও সম্ভবত মনে করেন, এ দুজন খেলোয়াড়ের তো নিজেদের প্রমাণ করার আর কিছু বাকি নেই। তাই সংস্করণ যা-ই হোক এবং তাঁরা যত দিন দেরিতেই ফিরুক;কোহলি এবং রোহিতের কাছ থেকে প্রত্যাশানুযায়ী পারফরম্যান্সই পাওয়া যাবে। আফগানিস্তান সিরিজের দল ঘোষণার আগে ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে গিয়েছিলেন। ফলে ভারতের বিশ্বকাপ-পরিকল্পনায় তাঁরা যে ভালোভাবেই আছেন, সেটি মোটামুটি স্পষ্ট।

রোহিতের আগ্রাসন ও কোহলির ফর্ম

অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে অন্তত সাড়ে চার শ রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রোহিতের স্ট্রাইক রেটই সবচেয়ে বেশি (১২৫.৯৪)। শতক ছাড়াও বিশ্বকাপে তাঁর 'ক্যামিও' ইনিংসগুলো ভারতের বড় সংগ্রহ ও দারুণ শুরুতে বড় ভূমিকা রেখে ছিল। টি-টোয়েন্টি আরও ছোট সংস্করণ হওয়ায় এসব 'ক্যামিও' ইনিংস সেখানে গুরুত্বপূর্ণ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিতের এমন সব ইনিংস বড় ভূমিকা রাখতে পারে ভেবেও তাঁকে দলে ফেরানো হতে পারে। আর কোহলি তো প্রজন্মেরই অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং থেকে ইনিংস ধরে রাখা; এসব কিছুতেই কোহলির পরীক্ষা দেওয়া বহু আগেই শেষ। আর গত বছর ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায়ও দুইয়ে (২৭ ম্যাচে ৭২.৪৭ গড়ে ১৩৭৭ রান) ছিলেন কোহলি। ভারত সম্ভবত কোহলির এই দুর্দান্ত ফর্মেরই সদ্ব্যবহার করতে চায়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরিকল্পনাটা তাই দুজনকে রেখে পাকা করার সম্ভাবনাই বেশি।

হার্দিক পান্ডিয়া ও সূর্যকুমার যাদবের অনুপস্থিতি

রোহিতের অনুপস্থিতিতে টি-টোয়েন্টিতে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ দুটি সিরিজে অধিনায়কত্ব করেছিলেন সূর্যকুমার। কিন্তু চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পান্ডিয়া ও সূর্যর খেলা হচ্ছে না। এখন দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অভিজ্ঞ কাউকে তো এমনিতেই প্রয়োজন। আর দলের ব্যাটিং অর্ডারেও প্রয়োজন ভরসা রাখার মতো কেউ। তাই সম্ভবত এ দুটি জায়গা পূরণেও রোহিত ও কোহলিকে বিবেচনা করা হয়েছে। আর ভারতের স্কোয়াডে শুধু ব্যাটসম্যান বিবেচনায় শুবমান গিল, যশস্বী জয়সোয়াল, রিংকু সিং ও সঞ্জু স্যামসনরা পরীক্ষিত হলেও বিপদের সময় অভিজ্ঞ কাউকে তো প্রয়োজন হবে। সে জন্যই সম্ভবত নির্বাচকেরা কোহলি ও রোহিতকে এড়াতে পারেননি।

রোহিতের নেতৃত্ব ও কোহলির মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা

উপমহাদেশের কন্ডিশনে যেকোনো সংস্করণেই ভারতের হাতে বিকল্প খেলোয়াড়ের অভাব থাকে না। কিন্তু দেশের বাইরের কন্ডিশনে হিসাবটা পাল্টে যায়। ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। আর কে না জানে, ভারতের ক্রিকেটারদের মধ্যে ভিন্ন কন্ডিশনে কোহলির মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অসামান্য। কেপটাউনে দ্বিতীয় টেস্টেই যেমন ভারত প্রথম ইনিংসে ১৫৩ রানে অলআউট হলেও সেখানে কোহলির ৫৯ বলে ৪৬ রানের ইনিংসটি প্রশংসা কুড়িয়েছিল। বিরুদ্ধ উইকেটে টেকনিক্যালি দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন। সে টেস্ট সিরিজে ভারত একবারও দলীয় সংগ্রহ আড়াই শর ওপাশে নিতে না পারলেও ৪৩ গড়ে ৪ ইনিংসে ১৭২ রান করেছিলেন কোহলি।

হার্দিক পান্ডিয়াকে টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত অধিনায়কের দায়িত্ব দিতে চায় বিসিসিআই। কিন্তু তাঁর চোটে পড়ার রেকর্ডে তাকিয়ে শেষ মুহূর্তে সরে আসতে পারে ভারত। এই মুহূর্তে সব সংস্করণ মিলিয়ে ভারতের জাতীয় দলে রোহিতের চেয়ে যোগ্য অধিনায়ক আর কেউ নেই। খে লোয়াড়দের কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনতে পারেন, গত ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালটা বাদে সব ম্যাচেই এমনটা দেখা গেছে। আর হার্দিক শুধু আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ নয় আইপিএলের শুরুতেও খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এসব বিষয় মাথা রেখেই সম্ভবত রোহিতের কাছে ফিরেছে ভারত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**